ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-346 ■ 24 September, 2024 ■ আগরতলা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৭ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিএম-সাথ প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

গুনগত শিক্ষা প্রদানে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকারও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার টাউন হলে রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার যাত্রাকে আরও সহজতর করার লক্ষ্যে সিএম-সাথ (ঙ্খপ্ত ছষ্ঠছ) প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সফল হওয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে সিএম-সাথ

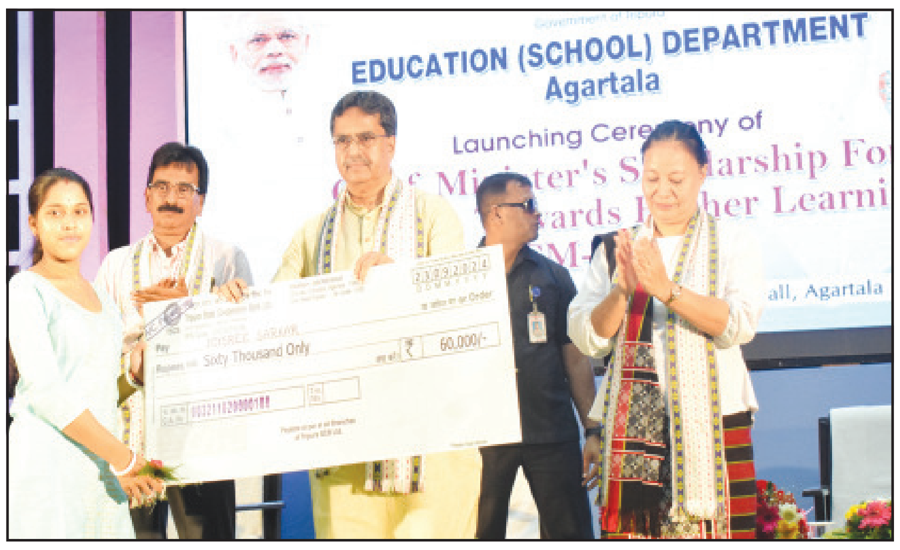

প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি তৈরি করা এবং প্রকৃত অর্থে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, গুণগত শিক্ষা ও শিক্ষন প্রক্রিয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিশ্চিত করা, অবহেলিত, দরিদ্র, জনজাতি, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করা, যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ, ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের মেধাক্রম অনুযায়ী ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ২ বছরের জন্য ৫ হাজার টাকা করে এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফলাফলের মেধাক্রম অনুসারে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ৩ বছরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পে ব্লকস্তরে ১৫২ জন, নগর পঞ্চায়েত স্তরে ১২ জন, পুর পরিষদ স্তরে ২৬ জন এবং আগরতলা পুর নিগম স্তরে ১০ জন করে মোট ২০০ জন সুবিধাভোগীকে নির্বাচন করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রতিটি জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে এই ২০০ জন সুবিধাভোগীকে নির্বাচন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটি একটি বৃত্তিমূলক প্রকল্প, যা পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবে।

আর্থিক অভাবে কোন শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সে লক্ষ্যেই এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রথম বছরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-হায়দ্রাবাদ সরাসরি বিমান পরিষেবার সূচনা করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে আজ থেকে শুরু হল সরাসরি বিমান পরিষেবা। আজ সকালে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানে আগরতলা-হায়দ্রাবাদ ইণ্ডিগো বিমান পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ত্রিপুরাবাসীদের পক্ষ থেকে ইণ্ডিগো এয়ারলাইনসকে ধন্যবাদ জানান এবং ত্রিপুরাবাসীদের আগরতলা থেকে হায়দ্রাবাদে যাতায়াতের জন্য সরাসরি এই বিমান পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ফ্লাইট আগরতলা-হায়দ্রাবাদ ইণ্ডিগো বিমান জি-ই-৬৭৪৭ এর যাত্রী লিয়ানজাম রাংলং-এর হাতে বোর্ডিং কার্ড তুলে দেন। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল নিজেও আজ এই ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে কথোপকথনে জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলে আগরতলার বিমানবন্দরটি হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমান বন্দর।

আগরতলা ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। কেননা তারা চিকিৎসার প্রয়োজনে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যান। তাছাড়া উড়ান প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বহু আঞ্চলিক বিমানবন্দরেও বিমান পরিষেবা চালু করেছে এবং সাধারণ মানুষ এই পরিষেবা ব্যবহার করে তাদের সময় ও টাকা সাশ্রয় করতে পারছেন। এমবিবি বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাও শীঘ্রই চালু হবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে বিমানবন্দরে আজ উপস্থিত ছিলেন আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা কে সি মীনা এবং ইণ্ডিগো এয়ারলাইনস-এর আধিকারিকগণ।

আগুনে পুড়ে ছাই ৩টি বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তিনটি বসত ঘর। আজ দুপুর ১ টা নাগাদ খোয়াই শহরের বিপিসি পাড়ার বাসিন্দা সুজিত দেবনাথের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুতের শট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা দমকলকর্মীর। তবে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই পূর্ব সোনাতলার বাসুদেব বাড়ি এলাকায় সুজিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে পুলিশ সদর দপ্তর ঘেরাও কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠলো কংগ্রেস। আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের অফিস ঘেরাও করল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ডিজিপির নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।এদিনের প্রতিবাদী মিছিলটি আগরতলা প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়েছিল। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় পুলিশের সদর কার্যালয়ে উদ্দেশ্যে। আগের থেকেই পুলিশের সদর কার্যালয় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল।এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসির সেক্রেটারি ক্রিস্টোফার তিলক, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ অন্যানরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, রাজ্যে গনতন্ত্র নেই। রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত ত্রিপুরা পুলিশ সম্পুর্ন দলদাসে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ বিরোধী নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ, চুরি, ডাকাতি, মানব পাচার সহ নানা অপরাধমূলক কার্যকলাপ হচ্ছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে পুলিশ নিরব ভূমিকা পালন করছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোগীদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মাঠে নামলো দপ্তর

গুনমান বজায় রেখে জিবিতে ডায়ালিসিস পরিষেবা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। জিবিপি হাসপাতালে প্রত্যেকদিন ৮০ থেকে ১০০ জন রোগী ডায়ালিসিসের সুবিধা পাচ্ছেন। কিডনি রোগীদের যে পদ্ধতিতে জিবিপি হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে তা এইমসের পদ্ধতি মেনে করা হয়। এখানকার ডায়ালিসিস পরিষেবা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য এইমসের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে এখানে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হবে। আজ বিকেলে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এই সংবাদ জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, পরিষেবা আরও ভালো করার জন্য চলতি বছরের ১ আগস্ট থেকে জিবি হাসপাতালে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কিডনি রোগীদের ডায়ালিসিস দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি চালু হওয়ার পর প্রথমে দিন দশেক কিছু সমস্যার সম্মখীন হতে হয়েছিল। এরপর সেই সমস্যা দূর হয়েছে। এমনিতে একটি মেশিন দিয়ে ৫ থেকে ৬ জনকে ডায়ালিসিস করানো যায়। আগে একটি মেশিনের মাধ্যমে একজনকেই ডায়ালিসিস করানো হতো। এখনও একটা মেশিনে একজন রোগীকেই ডায়ালিসিস দেওয়ার জন্য আউটসোর্সিং কর্তপক্ষকে বলা হয়েছে।

তিনি জানান, এই দু'মাসে ৫ হাজারের বেশি রোগী জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিসের সুবিধা নিয়েছেন। প্রথম কয়েকদিনের কথা বাদ দিলে প্রায় সব রোগীই ডায়ালিসিস পরিষেবায় সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। সচিব বলেন, এমনিতে বেসরকারি ক্ষেত্রে ডায়ালিসিস করানো হলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। কিন্তু জিবি হাসপাতালে সম্পর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন জিবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়ায় পূজা উপলক্ষ্যে বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী

রাস্তায় যানবাহন থামিয়ে চাঁদা আদায় সরকার বরদাস্ত করবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর ।। সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে শারদোৎসব আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তরের মী সুশান্ত চৌধুরী। আজ জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে পর্যটনমী এই আহ্বান জানান। বৈঠকে পর্যটনমী বলেন, রাস্তায় যানবাহন থামিয়ে চাঁদা আদায় বা জোর করে চাঁদা আদায় সরকার কোনভাবেই বরদাস্ত করবে না। শব্দদূষণ নিয়ণে ও নেশার বিরংদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে।

বৈঠকে জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমলকৃষ্ণ কলই পুজো উপলক্ষে সরকারি নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, জিলা পরিষদের সদস্য মঞ্জু দস, শিবায়ণ দাস, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও শান্তনু দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। সভায় মহকুমার বিভিন্ন ক্লাব ও বিভিন্ন পূজা কমিটির প্রতিনিধিগণ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের ইতিহাসে বৃহত্তর বৈরী আত্মসর্ম্পন আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার ইতিহাসে সর্বকালীন বৃহত্তর বৈরী আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। এদিন প্রায় ৪ শতাধিক জঙ্গি আত্মসমর্পণ করবেন। আগরতলা শহর সংলগ্ন সিপাহীজলাস্থিত টিএসআর বাহিনীর সদর দপ্তরে একসঙ্গে অস্ত্র তুলে দেবেন এনএলএফটি এবং এটিটিএফ এর ৪শতাধিক আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি দলের সদস্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের মুখ্য তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা সহ উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং নেতা-মন্ত্রী।

উল্লেখ্য ৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ ত্রিপুরার নিষিদ্ধ বৈরী সংগঠন এনএলএফটি এবং এটিটিএফের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা আত্ম সমর্পন করছে।

উত্তর জেলায় ডিএমের কাছে বামেদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সোমবার বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল ধর্মনগর পরিক্রমা করে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে উত্তর জেলা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়।

চারজনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বামফ্রন্টের বরিষ্ঠ নেতা অভিজিৎ দে, রাজ্য কমিটির সদস্য দুর্গেশনন্দন রায় সহ বিশিষ্ট নেতাগণ। এই ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যে বর্ষায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করে আর্থিক সংযোগ প্রদান। এখন পর্যন্ত এ রাজ্যে বন্যায় ৩৩জন লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে যে ক্ষয়ক্ষতি দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। তাদের প্রত্যেক পরিবারকে একটি সরকারি চাকরি অথবা ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। রাজ্যে যেসব ক্ষতি হয়েছে তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতল২৪ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
৭ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

চাপ বজায় রাখিবার কৌশল

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান সবসময়ই স্পষ্ট। বাংলাদেশ ইসুতে ভারত সরকার কোন ধরনের চাপের কাছে মাথা নত করিতে নারাজ।বাংলাদেশে সেনা ও জামাতে ইসলামি নিয়ন্ত্রিত মহঃ ইউনিসের তদারকি সরকারের উপর অব্যহত চাপ বজায় রাখিবার কৌশল নিয়া চলিয়াছে নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চেষ্টা হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রসংঘের আসন্ন অধিবেশনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মহঃ ইউনিসের মুখোমুখি বৈঠক করানোর। কিন্তু দিল্লি সুকৌশলের এই প্রস্তাব দূরে সরাইয়া রাখিয়া ঢাকার উপর কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখার কৌশল নিয়া চলিয়াছে। মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে নরম করিবার জন্যে নয়াদিল্লিকে আর্জি জানানো হইলেও নয়াদিল্লি তাহাতে রাজি হয়নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত আওয়ামি লীগ সরকারকে সেনার সাহায্যে জোর করিয়া ক্ষমতাচ্যুত করিবার প্রয়াসকে যে, নয়াদিল্লি অনুমোদন করে না তাহা শুধু মার্কিন প্রশাসন নয়, বর্তমান বাংলাদেশ তদারকি সরকারের সমর্থক একাধিক ইউরোপীয় দেশের কর্নধারদের জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।মোদি সরকার অতীতে ইন্দিরা গান্ধী থেকে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেস পরিচালিত বিভিন্ন সরকারের বাংলাদেশ নীতিতেই আস্থা রাখিয়াছে। আওয়ামি লীগ ও পাকিস্তান বিরোধী বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার যুদ্ধের ধারার সংগেই যে নয়াদিল্লির আত্মিক যোগ তা স্পষ্ট করিতে মোদি সরকারের দৃঢ়টার কোন অভাব দেখিতে পাইতেছে না রাজনৈতিক মহল।১৯৭৫এ ১৫ই আগস্টে ভোর রাতে ঢাকায় মার্কিন গোয়েন্দা চক্র সি আই এর অনুপ্ররণায় তথাকথিত সেনা অভ্যুত্থানে দুই কন্যা বাদে বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হন। স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানপন্থী শক্তি মার্কিন প্রশাসনের সহায়তায় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে কোতলের চেষ্টা করিয়াও ৫০ বছরে সফল হয়নি। এবার মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সামরিক ঘাটি বানানোর জন্য শেখ হাসিনার উপর প্রবল চাপ তৈরি করিলেও তিনি মার্কিন আর্জিতে সাড়া দেন নি। এরপরেই বি এন পি জামাতে ইসলামি সহ পাকিস্তানপন্থী ভারত বিরোধী তিরিশটি রাজনৈতিক দলকে পকেটে পুরিয়া সেনার সাহায্যে তথাকথিত কোটা বিরোধী আন্দোলনের নামে দ্বিতীয় বার বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান ও তালিবানী রাজ তৈরি করিতে এই মদত দেয়। মোদি সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপে শেখ হাসিনা ও তাঁহার বোন শেখ রেহনা প্রানে বাচিয়া ভারতে চলিয়া আসিতে সমর্থ হন। বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মধ্যে স্বাধীনতার ধারার মানুষজনের চেষ্টাতেই এবার শেখ হাসিনা যে প্রানে বাচিয়াছেন তাহা নিয়া এক মত রাজনৈতিক মহল

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের সর্ব সম্মত বাংলাদেশ নীতি থেকে মোদি সরকার সরিয়া আসছেন না তাহার ইঙ্গিত পাওয়ার পর এই ইস্যুতে কংগ্রেস, বাম শিবির ও ইন্ডিয়ার জোট শরিকরা মোদি সরকারের সমালোচনার পথ থেকে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাবে সরিয়া আসিয়াছে।

সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতাও ভিজবে নিম্নচাপে

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শারদোৎসবের প্রস্তুতির মধ্যেই ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি দক্ষিণবঙ্গে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এর ফলে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উপর আবার তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। তার জেরে গোটা সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গে চলতে পারে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি। আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।আগামী শনিবার পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। জেলার সব জায়গায় তা হবে না। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাতেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। বুধবার দুই ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই চার জেলার সঙ্গে ঝাড়গ্রামেও জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। ওই দিন পাঁচ জেলাতেই হতে পারে ভারী বৃষ্টি। তবে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়া নিয়ে কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

লাড্ডু প্রসাদ বিতর্ক! তিরুপতি মন্দিরে মহা শান্তি হোমযজ্ঞ টিটিডি-র

তিরুপতি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কের মধ্যেই সোমবার মহা শান্তি হোমযজ্ঞর আয়োজন করা হল তিরুপতি মন্দিরে। টিটিডি (তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস)-র পক্ষ থেকে লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কের মধ্যেই মহা শান্তি হোমের আয়োজন করা হয়েছে। তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমস (টিটিডি)-এর নির্বাহী আধিকারিক শামালা রাও এবং বোর্ডের অন্যান্য আধিকারিকরা পুরোহিতদের সঙ্গে হোমযজ্ঞতে অংশ নিয়েছেন।ভারতের জনপ্রিয় তিরুপতি মন্দিরে সারা বছর লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয়। তিরুপতি মন্দিরের আরাধ্য দেবতা ভেঙ্কটেশ্বর। যিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার। বালাজি, গোবিন্দ, শ্রীনিবাস, একাধিক নামে ডাকা হয় এই দেবতাকে।

. প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অংশুমান গাকোয়াড়ের জন্মদিন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অংশুমান দত্তজিরাও গায়কোয়াড়। ভারতের এই প্রাক্তন অধিনায়ক আজকের দিনে (২৩ সেপ্টেম্বর) জন্মগ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন মহারাষ্ট্রের বোম্বেতে। তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলে মূলত ডানহাতি উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ছিলেন। এছাড়া ডানহাতে অফ ব্রেক বোলিংয়ে পারদর্শিতা দেখাতেন। 'গ্রেট ওয়াল' ডাকনামে পরিচিত ছিলেন তিনি।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বরোদার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি। অবসর পরবর্তীকালে ১৯৯০-এর দশকে দুই মেয়াদে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক দত্ত গায়কোয়াড়ের সন্তান অংশুমান। ১৯৭৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর ইডেন গার্ডেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তার টেস্ট অভিষেক হয়। আর এই মাঠেই ১৯৮৪র ৩১ ডিসেম্বর শেষ টেস্ট খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। কেরিয়ারে ৪০ টেস্টে ৩০.০৭ গড়ে ২টি সেঞ্চুরি ও ১০টি হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন। মোট ১,৯৮৫ রান করেন। ১৯৭৫-৭৬ মরসুমে জামাইকায় আধুনিককালের বডিলাইন সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাইকেল হোল্ডিংয়ের বলের বিপক্ষে মোকাবেলা করে ৮১ তোলেন।১৯৮২-৮৩ মরসুমে জলন্ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ২০১ রান তোলেন তিনি। এছাড়াও ১৫ ওডিআইয়ে অংশ নিয়েছেন তিনি। ১৯৭৫তে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওডিআই অভিষেক হয় তার। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯৯৭ সালে ভারতীয় দলে প্রথমবারের মতো কোচ হন। ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সালে কপিল দেব তার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীকালে আগস্ট, ২০০০ সাল থেকে অক্টোবর, ২০০০ সাল পর্য্যন্ত আবার জাতীয় দলের কোচ হন তিনি।শেষ জীবনে গায়কোয়াড় ক্যান্সারে ভুগছিলেন। লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

গ্যাসের সবুজায়ন

আনন্দ কুমার ঝা,
অধিকর্তা (গ্যাস প্রকল্প),
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক

কমপ্রেসড বায়োগ্যাস তথা সিবিজি বাস্তুতন্তে উন্নয়নে ভারত সরকার অনেক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। এই ক্ষেত্রে প্রতিবছরে ১৫এমএমটি সিবিজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। যদিও এই উদ্যোগ শুরু করা হচ্ছে মূলতঃ ভূগর্ভস্থ জ্বালানী নির্ভর পরিবহন ব্যবস্থার একটি সুস্থায়ী বিকল্প হিসেবে, তবে এর সম্ভাবনাময় উপকার সবে আরও বেশি করে উঠে আসতে শুরু করেছে। ভারত সরকারের নেট জিরো কার্বণ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সিবিজি'র তাৎপর্য্যপূর্ণ অবদান রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৫এমএমটি সিবিজি ২০৩০ সালের সিজিবি ক্ষেত্রের গার্হ্যস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজি(টি)/পিএনজি(ডি) এর সমস্ত চাহিদাকে কার্য্যকরভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারবে। সিবিজি প্ল্যান্টে উৎপাদিত এফওএম ব্যবহার করে মাটির হ্রাসকৃত কার্বন সামগ্রী পুনরায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। কৃষিজ (এফওএম) রাসায়নিক সারের একটি অংশকে প্রধানত বর্ধিত কার্বন সামগ্রীর মাধ্যমে মাটিতে রাসায়নিক সারের নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

সরকারের উদ্যোগ হিসেবে যা প্রথমে শুরু হয়েছিল তা এখন একাধিক প্রকল্প এবং প্রস্তাব সমেত নজর প্রদানের একটি মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক বায়োমাস সংগ্রহের জন্য বায়োমাস সমষ্টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, সিবিজি প্ল্যান্ট এবং সিজিডি নেটওয়ার্কের মধ্যে পাইপলাইন সংযোগের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং সিজিডি সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক সিবিজি মিশ্রণের বাধ্যবাধকতার জন্য প্রকল্প নিয়ে এসেছে। ডিপার্টমেন্ট অব ফার্টিলাইজার এফওএমের জন্য বাজার উন্নয়ন সহায়তা নিয়ে এসেছে। নবায়ন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রটিকে সহায়তা করছে। একইভাবে, রাজ্য সরকারগুলিও ছাড়ের হারে জমি, খাদ্যমজুত সংগ্রহে ভর্তুকি, একক উইন্ডো ছাড়পত্র, জমি বরাদ্দের অগ্রাধিকার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এই খাতকে সহায়তা করছে।

তবে, রাজস্ব বাস্তুতন্ত্রের মডেলটি এখনও স্থিতিশীল হয়নি। সমস্ত সম্ভাব্য রাজস্ব প্রবাহ এখনও সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারেনি। এফওএম থেকে রাজস্ব, যা একটি প্রধান সহকারী-পণ্য, তা এখনও আদায় করা হয়নি। কার্বন ক্রেডিট মেকানিজম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি কার্বন ক্রেডিটের উৎপাদন এবং নগদীকরণ সম্পর্কে কিছু ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নিয়ে আসছে। সমস্ত রাজস্ব সম্পদের নগদীকরণ না করাও ঋণদাতা সংস্থাগুলির জন্য কিছুটা ঝুঁকি তৈরি করে, পরোক্ষভাবে এই খাতের প্রবৃদ্ধিকে আরও প্রভাবিত করেছে। উৎপাদিত এফওএমের সম্পূর্ণ নগদীকরণের অভাব প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকারিতা নিশ্চিত করতে গ্যাসের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেছে। বর্তমানে সিবিজি প্লান্ট থেকে উৎপাদিত গ্যাসকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ার ভার নিতে হয়। দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় চাহিদা সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কারণে গ্যাস পুরোপুরি উত্তোলনের ওপর প্রভাব পড়েছে। এটি একটি সিবিজি প্ল্যান্টের পক্ষে কার্য্যকর হওয়া এবং পুরো সেক্টরে প্রসারিত করার কাজকে কঠিন করে তোলে। গ্যাস, এফওএম এর পাশাপাশি গ্রিন অ্যাট্রিবিউট বা কার্বন ক্রেডিট থেকে রাজস্ব আয় করতে হবে। এটি একটি সিবিজি প্ল্যান্টের পক্ষে কার্য্যকর হওয়া এবং গোটা ক্ষেত্রে প্রসারিত করার কাজকে কঠিন করে তোলে। গ্যাস, এফওএমের পাশাপাশি এই খাতের জন্য উপলব্ধ গ্রিন অ্যাট্রিবিউট বা কার্বন ক্রেডিট থেকে রাজস্ব আয় করতে হবে।

সিবিজির উৎপাদন নিশ্চিত করার প্রতি সরকার মনোযোগ দেওয়ায় মোট গ্যাস বিক্রয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে যেখানে ছিল প্রায় ১২, ০০০ টন, সেখান থেকে তা দ্বিগুণ বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে হয়েছে ১৯,০০০ টন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দু"মাসের তথ্য বলছে, চলতি বছর সিবিজি-র উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হবে। তবে সিএনজি/পিএনজির অসম চাহিদার কারণে গ্যাস উত্তোলনে চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সরকার সিবিজি প্ল্যান্ট এবং সিজিডি নেটওয়ার্কের মধ্যে পাইপলাইন সংযোগকে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রকল্প নিয়ে এসেছে যাতে প্ল্যান্ট থেকে উৎপাদিত গ্যাস পুরোপুরি গ্রহণের নিশ্চয়তা থাকে। সিবিজি গ্রিড উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকায় সিএনজি/পিএনজির চাহিদা কম থাকার সমস্যা মেটাতে হবে। সিজিডি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সিবিজিতে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেওয়াও প্রয়োজন হবে যাতে সারা দেশে প্রকৃত চাহিদা কেন্দ্রগুলিতে সিবিজি সরবরাহ করা যায়। এছাড়াও ট্রাঙ্ক পাইপলাইনে সিবিজি প্রয়োগ, যেমন জার্মানির মতো কিছু ইউরোপীয় দেশের ক্ষেত্রেও এটি জাতীয় গ্যাস খরচ বৃদ্ধির গল্পের অংশ হতে সহায়তা করতে পারে।

সরকার সার বিপণন সংস্থাগুলির মধ্যেমে এফওএম বিক্রয়ের উপর এমডিএ ঘোষণা করেছে। এতে সিবিজি প্রযোজকদের কাছে চলে যায়। তবে, এই প্রকল্পটি মূলত উৎপাদিত এফওএমের দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে বাড়েনি। প্রথমত, যদিও এফওএম মাটির জন্য কার্বনের একটি দুর্দান্ত উৎস, তবে এর তুলনামূলকভাবে কম পুষ্টি উপাদান কৃষকদের কাছে সংগ্রহ ও বিক্রয়ের জন্য সার সংস্থাগুলির কাছে কম আকর্ষণীয় করে তোলে। দ্বিতীয়টি হ"ল পণ্যটির আর্দতাপূর্ণ বৈশিষ্ট যা স্টোরেজ এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে কিছুটা জটিল করে তোলে। এছাড়াও এতে যা নেই তা হ"ল কৃষকদের তাদের জমিতে কার্বনের এই সমৃদ্ধ উৎস ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা।

ভারত এবং উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে যেমন হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মাটিতে কার্বনের পরিমাণ খুব কম। এতে মাটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মাটিতে দেওয়া রাসায়নিক সারের নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসকে পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য মাটির ক্ষমতাকেও বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। মাটিতে কার্বন এর মাত্রা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মাটিকে কৃষির জন্য উপযুক্ত করে তুলে এবং সেই সাথে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়। কৃষকদের এর জন্য উৎসাহিত করে তোলা এর ব্যবহারের অংশীদার করে তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ। মাটিতে জমে থাকা প্রতি টন জৈব কার্বনের জন্য সরকার কৃষকদের উৎসাহিত করলে এফওএমের কার্য্যকর প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য এটি সাহায্য করতে পারে। সিবিজি উৎপাদকরা কৃষকদের কাছে এফওএম সরবরাহের লজিস্টিক অংশের যত্ন নিতে পারে। এরপরে জৈব কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন (ওসিএস) শংসাপত্র বিক্রয় করে সিবিজি উৎপাদকরা নগদীকরণ করতে পারবেন। এটি কেবল সারের ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তা এবং বাজেটই কমাবে না বরং উৎপাদিত এফওএম সম্পূর্ণরূপে নগদীকরণের পাশাপাশি সার খাতে দূষণ হ্রাসের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

গ্যাসের দিক থেকে, সরকার পুনর্নবীকরণযোগ্য গ্যাস শংসাপত্র (আরজিসি) জারি করার বিধান সহ সিজিডি সংস্থাগুলির জন্য মিশ্রণের বাধ্যবাধকতা নিয়ে এসেছে। এটি এই আরজিসিগুলির কার্য্যকর নগদীকরণের জন্য নিয়ন্ত্রককে প্রক্রিয়া গঠনের ব্যবস্থাও সরবরাহ করে। পাশাপাশি, বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অংশীদার দেশগুলির সঙ্গেও কাজ করে চলেছে ভারত। ভারতে উৎপাদিত আরজিসিগুলির জন্য একটি পারস্পরিক স্বীকৃতি কাঠামো এই শংসাপত্রগুলির রফতানি এবং এর নগদীকরণকে সক্ষম করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে। ভারত থেকে জৈব জ্বালানী রফতানিতে কিছু বিধিনিষেধ থাকলেও জৈব জ্বালানির সাথে সংযুক্ত সবুজ বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। সবুজ বৈশিষ্ট্যের জন্য উপযুক্ত মূল্য গ্যাসের অংশটি বাজারে উপলব্ধ অন্যান্য গ্যাস - গার্হস্থ্য গ্যাস/এলএনজি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করতে সহায়তা করবে। শিল্পের আশেপাশে সিবিজি উপলব্ধ হওয়ার কারণে, এলএনজি/আরএলএনজির তুলনায় লজিস্টিক ব্যয়ও খুব কম হবে যা তাদের পরিবহন দৈর্ঘ্যের চেয়ে পরিবহন এবং করের ব্যয় বহন করে। বাধ্যতামূলক সংস্থাগুলিও সিবিজি কিনতে দ্বিধা করবে না কারণ এটি তাদের সরবরাহ ব্যয়ও হ্রাস করবে।

বায়ো এলএনজিতে সিবিজিকে তরল করে এবং দীর্ঘ দূরত্বের ট্রাকিংয়ের জন্য এলএনজির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করে পরিবহন খাতকে ডিকার্বনাইজিং করাও বাড়ানো হবে। যেসব এলাকায় সিএনজি/পিএনজি ইকোসিস্টেম বিকশিত হতে পারে না, সেখানে অবস্থিত বড় প্ল্যান্টগুলির জন্য উৎপাদিত সিবিজির সম্পূর্ণ পরিমাণ গ্রহণ করার পরিমাণে, সিবিজিকে বায়ো এলএনজিতে রূপান্তর করা এবং এলএনজি ট্রাকিংয়ের জন্য চাহিদা কেন্দ্রগুলিতে পরিবহন করা সিবিজির কার্য্যকর ব্যবহার এবং পরিবহন খাতকে ডিকার্বনাইজ করতে সহায়তা করবে। সিজিডি সংস্থাগুলিতে সরবরাহ করা গার্হস্থ্য গ্যাসের পুলের একটি অংশ করে সিবিজি তরল করার ব্যয় গ্রাহকদের উপর ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকার সিস্টেমের অব্যবস্থাসমূহ দূর করতে কাজ করছে। এ খাতের সবুজ অর্থায়নে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর সহায়তা এই খাতের উন্নয়নে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। সবুজ ঋণ রফতানি কেবল এই খাতকে স্থিতিশীলই করবে না বরং দেশে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসতে সহায়তা করবে। শক্তি রূপান্তরের পথ সবুজ গ্যাস এর মাধ্যমে আলোকিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

শরতের দুর্গোৎসবেও জলমগ্ন থাকেন ক্ষীরগ্রামের দশভুজা

পুরাণ, ইতিহাস আর স্বপ্নাদেশের মতো লোককাহিনির কত যেমালা গাঁথা রয়েছে আমাদের গ্রামবাংলায়, তার সীমা-পরিসীমা নেই। একটা সময় ছিল, যখন ধনী জমিদার কিংবা সম্পন্ন মানুষ, ডাকাত বা লুণ্ঠনকারী শত্রু-সৈন্যর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, মূল্যবান অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, ধাতুনির্মিত বাসনপত্র, এমনকি গৃহদেবতাকেও জলাশয়ের নীচে লুকিয়ে রেখে দিতেন।

অষ্টধাতু-নির্মিত বা রত্নখচিত এমন নানা দেবদেবীর বিগ্রহ নানা জলাশয় থেকে পাওয়াও গেছে।

কিন্তু যে দেবীর কথা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরতে চলেছি, সেই দেবীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভিন্ন কাহিনি। দেশে-বিদেশে দেবীপক্ষে মণ্ডপে মণ্ডপে যখন দুর্গাপ্রতিমা পূজিতা হন, তখন কিন্তু আর এক দুর্গাপ্রতিমা থাকেন জলের তলায়। তাঁর দর্শন মেলে না শারদোতবে, অকালবোধনের দিনগুলিতে।

দেবীমাহাত্ম্যের অন্তরালবর্তী পৌরাণিক কাহিনিতে দেখি, দেবী ভদ্রকালী এক রাতে স্বপ্নাদেশ দিলেন পুরাকালীন রাজা হরিদত্তকে, প্রতিদিন তাঁর নামে একটি নরবলি উৎসর্গ করা না হলে, তাঁর রাজ্য ধ্বংস হবে। ভয়ঙ্কর এমন আদেশের কথা শুনে প্রজারা প্রাণভয়ে সে রাজ্য ছেড়ে দেশান্তরি হল। এ দিকে প্রজাবতল হরিদত্ত পড়লেন উভয়সঙ্কটে এক দিকে দেবীর আদেশ, অন্য দিকে তা পালন করতে গিয়ে রাজ্যকে প্রজাশূন্য হতে দেওয়া।

আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে প্রথম সাত দিন দেবীর সামনে বলি দিতে হল একে একে রাজার সাত সন্তানকে। বাকি ছিলেন রাজার পুরোহিত আর তাঁর একমাত্র পুত্র, কিন্তু সপ্তম দিনের সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোহিতও সপরিবার পালিয়ে গেলেন। দুর্যোগের সেই রাতে পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ঝড়জলের মধ্যে কেন তাঁদের ঘর ছেড়ে বেরোতে হল। পুরোহিত সজল চোখে তাঁকে সব কিছু জানালে, করুণা হল বৃদ্ধার। তিনি এ বার আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, তিনিই দেবী মহামায়া। এর পর তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, অতি প্রিয় সাত সন্তানকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়েই রাজা তাঁর ভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর নরবলির দরকার নেই, পুরোহিত নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে রাজাকে দেবীর আদেশের কথা জানিয়ে দিতে পারেন।

দেবীর নির্দেশমতো পুরোহিত ঘরে ফিরে রাজাকে সব কথা জানালেন, মায়ের দয়াতেই রাজার সাত ছেলে আবার তাদের জীবন ফিরে পেল। রাজা মহামায়ার অভয়বাণীর কথা প্রচার করে দিতে প্রজারা সব রাজ্যে ফিরে এল। দেবীরই আদেশেই ভদ্রকালীর মূর্তির বদলে প্রতিষ্ঠিত হল দেবী দশভুজার মূর্তি। দেবীমূর্তির এই রূপান্তরের কাহিনি বর্ণিত আছে ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিতে। পরবর্তী কালে আবার সেই দেবীকেই পাওয়া গেল জলদুর্গা রূপে। সেখানেও এক কাহিনি। রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ অনুসারে, মহীরাবণ পৃথিবীজাত এক অসুর বা রাক্ষস। তাকে রাবণ লঙ্কায় এনে মন্দোদরীর হাতে প্রতিপালনের জন্য দেন। পরে রাবণ তাঁর পুত্র ইন্দ্রজিতের সহায়তায় পাতালরাজ বলিকে পরাজিত করে পাতালের কাঞ্চনা নগরী অধিকার করেন এবং মহীরাবণকে তার রাজা করেন। মহীরাবণ রাবণের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে স্মরণ করলেই তিনি উপস্থিত হবেন। ভদ্রকালী বা দেবী মহামায়ার সেবক মহীরাবণ, রাবণেরই আদেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বলি দেওয়ার পরিকল্পনা করে, ছলনা করে পাতালে নিয়ে যায়। পরে মহাবীর হনুমান, পাতালে গিয়ে মহীরাবণ বধ করে রাম- লক্ষ্মণকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি পাতালবাসিনী ভদ্রকালীকেও মাথায় করে এনে তাঁকে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামীর লেখায় পাওয়া যায়, "পাতাল হইতে হনু গমন করিল/ ক্ষীরগ্রামে আসি তথাদেবীরে স্থাপিল"

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম কারণ, এই সতীপীঠে দেবীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে লিখেছেন, 'ক্ষীরগ্রামে ডানি পা'র অঙ্গুষ্ঠ বৈভব/ যুগাদ্যা দেবতা "ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব" দেবী যোগাদ্যার ভৈরবের নাম ক্ষীরখণ্ডক। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম ক্ষীরগ্রাম।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত শাক্তপীঠ এই ক্ষীরগ্রামেই প্রতিষ্ঠিত যোগাদ্যা দেবী নামে খ্যাত মা দুর্গার প্রস্তরবিগ্রহ। বর্ধমান স্টেশন থেকে কাটোয়াগামী ট্রেনে চেপে নামতে হয় কৈচর হল্ট স্টেশনে। সেখান থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পাওয়া যায় টোটো। তাতে করে যেতে হয় ক্ষীরগ্রাম। দেবী সারা বছরই থাকেন ক্ষীরদিঘির জলের তলায়। বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে গভীর রাতে দেবীর মূর্তিটি জল থেকে তুলে এনে অল্প সময়ের জন্য মন্দিরে রাখা হয়। একমাত্র বৈশাখী সংক্রান্তিতে দেবী সূর্যের মুখ দেখেন। সে দিন দেবীদর্শনের জন্য দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে সমবেত হন ক্ষীরগ্রামে।

দেবীপূজার অঙ্গ, একটি অনুষ্ঠান বেশ কৌতূহল জাগায়। মাঘ মাসের প্রতি নিশীথে দেবীর বৃত্তিধারী ঢাকী (যাঁরা সারা বছর মন্দিরে ঢাক বাজান) চোখে সাত ভাঁজ কাপড় বেঁধে এক পা মন্দিরের ভিতরে, অন্য পা বাইরে রেখে বিশেষ একটি তাল বাজাতে থাকেন। "নিশিধম্বল" কিংবা "নিশিঢম্বল" নামের এই অনুষ্ঠানটি কোনও কোনও আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অতীতে প্রচলিত ছিল। মন্দিরের চত্বরে এই দিন ঢাকী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারেন না। কথিত আছে, মহীরাবণের আরাধ্যা দেবী মহাকালী পরে মহিষমর্দিনীরূপে যোগাদ্যা হন। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ক্ষীরগ্রাম-সহ বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারি লাভের পর, আনুমানিক ১৯৩০ সালে যোগাদ্যা দেবীর মন্দির তৈরি করে দেন। কীর্তিচন্দ্র ছিলেন উগ্রক্ষত্রিয়। পরবর্তী কালে দেবীর প্রতি গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে রাঢ়ের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অধ্যুষিত বাঁকুড়া, হুগলি ও অন্যান্য জেলার গ্রামাঞ্চলেও। যে কোনও প্রাচীন পরিবারের সঙ্গে দেবীর নিত্যসেবা, পূজাবিধি ও আনুষ্ঠানিক আচারকে ঘিরেই ক্ষীরগ্রামের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

এক কালে যোগাদ্যা দেবীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে নদিয়া, পাটুলি-সহ নানা জায়গার ভূস্বামীরা প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে ষোড়শোপচারে দেবীর যে পুজো ও বলিদানের ব্যবস্থা করতেন, তার কিছু আজও অবশিষ্ট আছে। কীর্তিচাঁদ-বংশের নামে এখনও দেবীপূজার সঙ্কল্প হয়।ক্ষীরগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী যোগাদ্যা দেবীকে কেন্দ্র করে এক কালে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের মিলন ঘটেছিল। একটি অনুষ্ঠান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানটির নাম "গুয়া ডাকা"। প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে ক্ষীরগ্রামের বিশিষ্ট মানুষ ও ভক্তরা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হলে পান-সুপুরি দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান মালাকার গোষ্ঠীর এক জন। প্রথমেই স্বাগত জানানো হয় ডোম সম্প্রদায়ের প্রাক্তন প্রধান "ফোপনা মশাই"-কে। পরে এরুয়ার, নাসিগ্রাম, কুসুমগ্রাম, কুড়মুন ও কালিগ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরিদের উদ্দেশে গুয়া ডাকা হয়। শেষে মাঝিগ্রামের আগুরিদের প্রতি গুয়া ডাকার সময় "মাঝ" শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র সজোরে ঢাক বাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাকি কথাগুলি কেউ শুনতে না পায়। এমন আচরণের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা কিছু আছে কি না, তা জানা না গেলেও প্রথাটি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

অনুমান করা যেতে পারে, অতীতে উগ্রক্ষত্রিয়রাই ওই অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী হিসেবে সমাজে সম্মান ও সম্ভ্রমের পরিসর অর্জন করেছিলেন। এঁরাই দেবী এবং দেবীর পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। "যোগাদ্যা" নামটি প্রথম লক্ষিত হয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে সতীপীঠের সূত্রে। ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা আসলে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের দেবী, পরে নাকি তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে ব্রাহ্মণরা দেবীর দখল নিয়ে নেন। এই লোকশ্রুতি অনুসারেই বুঝি এখনও যোগাদ্যা দেবীর মহাপূজার আগের রাতে মূল মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় "ডোম-চুয়ারি" খেলা। এই খেলায় প্রথমে শূদ্র, পরে ক্ষত্রিয় এবং শেষে ডোম সম্প্রদায়ের মানুষরা ব্রাহ্মণদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নেন। ব্রাহ্মণরা জয়ী হলে ডোমদের মধ্যে থেকে এক জন নিজের বুকে বেল-কাঁটা বিঁধিয়ে দেবীর উদ্দেশে শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত দিলে মহাপূজার প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হয়। ১৫ বৈশাখ বিকেল থেকে উতব পর্যন্ত ঢাকের বদলে মন্দিরে মাদল বাজে। বৈশাখের ২৮ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত দেবীর ভোগ রান্না হয় না। কারণ, কথিত আছে, দেবীকে পাতাল থেকে মাথায় করে আনতে হনুমানের ওই ক'দিন সময় লেগেছিল। চৈত্র সংক্রান্তিতে হোমযজ্ঞ দিয়ে শুরু করে এক মাস ধরে চলে লগ্ন উৎসব, ক্ষীরকলস সিঞ্চন, ময়ূরনাচ, বীরদর্পে মাটি কাঁপানো, মালাকারের বিয়ে, উলগ পুজো, ডোম-চুয়ারি খেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। শেষে মহাপূজার দিন, গ্রামের সমৃদ্ধি হবে এই বিশ্বাসে, পরম্পরা মেনে অতিথি সেবার রীতি এখনও বিদ্যমান। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মায়ের মাসব্যাপী মেলায় ওই অঞ্চলের বত্রিশটি সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনোতব ভারী দৃষ্টিনন্দন।

বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাপূজার শেষে ভোররাতে দেবীর প্রস্তরমূর্তিটি জলাশয়ের গভীরে রেখে দেওয়া হয়। এর তিন দিন পরেই আবার সেটিকে তুলে এনে মন্দিরে বসিয়ে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠান হয়।

বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন ছাড়া দেবী জলের তলায় থাকলেও মন্দিরে তাঁর নিত্যপূজা হয়। যোগাদ্যা দেবীর নিত্যসেবায় কিন্তু আমিষ ভোগ দিতে হয়। আবার কালীপুজোর রাতে তাঁর মহাভোগই মা কালীকে নিবেদন করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, ক্ষীরগ্রামের সতীপীঠে কিন্তু কালীপ্রতিমা রাখা হয় না। অথচ "রত্নবেদী"-তে কালীর মন্ত্রেই দেবী যোগাদ্যার পুজো হয়। তন্ত্রচূড়ামণি মতে, যেখানে এই দেবী থাকেন, সেখানে আর কোনও দেবীমূর্তি রেখে তাঁর পুজো করা বিধেয় নয়। তাই সাধারণ দুর্গাপুজোর বিধিও এই গ্রামে নেই।ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার সঙ্গে গবেষকরা উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলায় পাওয়া গুহাচিত্রের মহিষাসুরমর্দিনীর বেশ কিছুটা মিল দেখে, এই দেবীমূর্তিটি সুপ্রাচীন মাতৃকাদেবীর সমকালীন বলে মনে করেন। মাতৃকা অর্থাতমা, এবং তিনিই বুঝি আদি মাতা, পৌরাণিক দেবী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারে, রক্তবীজ ধ্বংস করতেই দেবীর আবির্ভাব। পুরাণান্তরে, অন্ধকাসুর নিধনকালে শিবানুচরী বেশে দেবী মাতৃকার আবির্ভাব। এই মাতৃকার সংখ্যা আবার পুরাণভেদে শতাধিক। চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যেও মাতৃকার নামগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার সময়কালের মাতৃকাদেবীর বেশ কয়েকটি মূর্তি উদ্ধার করা গিয়েছিল।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাঙাপানি রেলওয়ে স্টেশনের ইয়ার্ড রিমডেলিঙের জন্য ট্রেনের বাতিলকরণ, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪:
ট্রেন পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যানজট হ্রাসের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত রাঙাপানি স্টেশনে ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের ব্যবস্থা সহ ইয়ার্ড রিমডেলিঙের জন্য ১৬ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ২৬ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন পরিষেবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ :

২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যাত্রার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৭৫২০ (শিলিগুড়ি জং.-মালদা কোর্ট) ডেমু এবং ট্রেন নং. ০৭৫১৯ (মালদা কোর্ট-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু বাতিল করা হয়েছে।

২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যাত্রার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৭৫০৮ (শিলিগুড়ি জং.-রাধিকাপুর) ডেমু এবং ট্রেন নং. ০৭৫০৭ (রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেনের পথ পরিবর্তন:

আলুয়াবাড়ি রোড-শিলিগুড়ি জং.-নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে

২৪ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৭৭ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) পদাতিক এক্সপ্রেস।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৯০৪ (চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড়)এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ-সাব্রুম)কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৯১০ (লালগড়-ডিব্রুগড়)অবধ অসম এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৯৬০১ (উদয়পুর সিটি-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৪৩ (পুরী-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৫০৯ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-গুয়াহাটি)সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৩৫ (ওখা-গুয়াহাটি)দ্বারকা এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪১ (শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪৭ (শিয়ালদহ-বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।

নিউ জলপাইগুড়ি -শিলিগুড়ি জং.-আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ২২৪১১ (নাহরলগুন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল)অরুণাচল এক্সপ্রেস।

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৪০৭ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর)কর্মভূমি এক্সপ্রেস।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৪৪ (কামাখ্যা-পুরী) এক্সপ্রেস।

২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ০৫৯৫২ (নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) স্পেশাল।

২৫ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৬৪ (হলদিবাড়ি -কলকাতা) সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৯৬০ (ডিব্রুগড়-হাওড়া) কামরূপ এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৫২৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ দিল্লি) এক্সপ্রেস।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬২৬ (আগরতলা-দেওঘর) এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৫৬৫৫ (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণ দেবী কাটরা) এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৩১৪৮ (বামনহাট-শিয়ালদহ) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৪৪ (হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ) দার্জিলিং মেল।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৪৬ (গুয়াহাটি-হাওড়া) শরাইঘাট এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৫০৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল)নর্থইস্ট এক্সপ্রেস।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১২৩৭৮ (নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ) স্পেশাল।

শিলিগুড়ি জং.-ঠাকুরগঞ্জ-আলুয়াবাড়ি রোড হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ট্রেন নং. ১৯৩০৬ (কামাখ্যা-ড. আম্বেদকর নগর) এক্সপ্রেস।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ:

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যাত্রার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২২২৩৪ (পাটনা-নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটির পাটনা জং. রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় ১৪.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

যাত্রার পূর্বে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ট্রেনের সময়সূচি ও রুটগুলির বিবরণ যাচাই করে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ছয় বছরে এর আওতায় এসেছে ১২ কোটি পরিবার

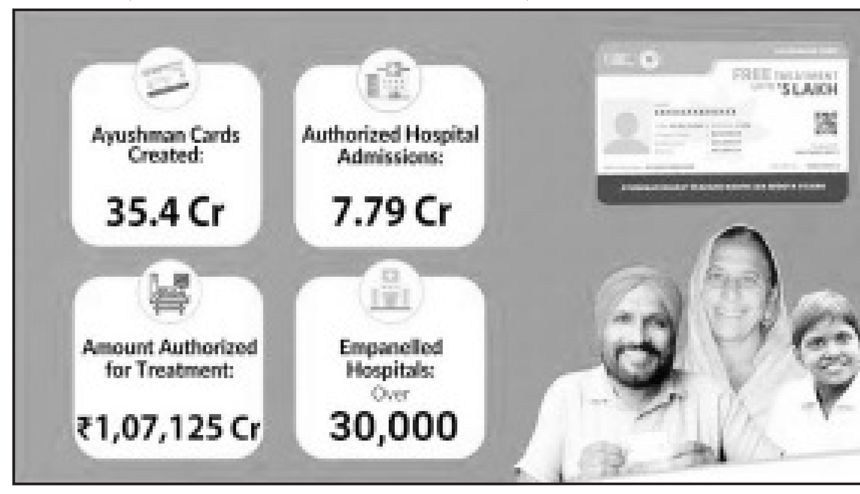

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর,২০২৪ :প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০১৮-র ২৩ সেপ্টেম্বরেই এই খরচ সাশ্রয়কর ও নিশ্চিত স্বাস্থ্য সেবা বীমা যোজনা গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। আই ছয় বছরে এই যোজনা গরিব মানুষের মধ্যে বিপুল আশার আলো সঞ্চারিত করেছেঊ বিগত ছয় বছরেএই যোজনায় স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিপুল রূপান্তর সম্ভব হয়েছেঊ এর অধীনে, সুবিধাপ্রাপকদের জন্য ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ সরকারের তহবিল থেকে মেটানো হয়। এই ছয় বছরে এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১২ কোটি পরিবারঊ সারা বিশ্বে এরকম প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম।

গত ছয় বছরে, পিএম-জে এ ওয়াই ভারতে গভীর-শিকড়ে গ্রথিত স্বাস্থ্য বৈষম্যকে মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। ২০১১-র আর্থ-সামাজিক জাতি জনগণনার উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যার ৪০ু দরিদ্রতম জনসংখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই প্রকল্প বিত্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা থেকে সমন্বিত ও চাহিদা-ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার দিকে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনকে সূচিত করেছে। যার মধ্য দিয়ে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যসূমহ (এসডিজি) পূরণে দেশের অঙ্গীকারের অনুসারী হয় গিয়েছে এবং 'কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে'-র নীতিকে নিশ্চিত করছে।

চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় বিভিন্ন অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহনের মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়ের সুযোগ পেয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষঊ এর মধ্যে হৃদযন্ত্রের বাইপাস অস্ত্রোপচারের জন্য মোট ৬০,২২১ জন ভর্তি হয়ে ৯০৪.৪৯ কোটি টাকা, কোরোনারী এঞ্জিওপ্লাষ্টির জন্য মোট ৪,৭১, ৫১৯ জন ভর্তি হয়ে ৪,৬৩৫.২৩ কোটি টাকা, হার্ট ভালভ সার্জারীতে ৩২,৪৬২ জন ভর্তি হয়ে ৭২০.০৭ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধা পেয়েছেনঊ

একইভাবে গলব্লাডার বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচারে ১৮,১৬৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ২০.৩৬ কোটি টাকা, চোখের ছানির অস্ত্রোপচারের জন্য ২২,৪৩,৭৬৫ জন ভর্তি হয়ে ১,৬৯২.৯৬ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধে পেয়েছেনঊ অ্যাপেনডিক্স বাদ দেওয়ার অস্ত্রোপচারে ১,৪০,৬৩৮ জন ভর্তি হয়ে ২৫৩.৯৪ কোটি টাকা মাথার অস্ত্রোপচারে ৬৬,২১৯ জন ভর্তি হয়ে ১৭৯.০৫ কোটি টাকা, উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ গভাবস্থায় প্রসবের জন্য ভর্তি হয়ে ১,৬৯,১৯৬ জন ২০৬.৮৮ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধা পেয়েছেনঊ হাঁটু প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারের লক্ষ্যে ১,৫৪,৫৩৮ জন ভর্তি হয়ে ১৩১৯.০৪ কোটি টাকা সাশ্রয়ের আওতাভূক্ত হয়েছেনঊ হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে (কোমরে প্রতিস্থাপনমূলক অস্ত্রোপচারে) অনুমোদিত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ৭২,৩৪৫ জন ৭৮৭.৫৪ কোটি টাকা সাশ্রয়ের আওতায় এসেছেনঊ একইভাবে জন্মগত ঠোঁট কাটার ত্রুটি সারাইয়ের অস্ত্রোপচারে ২২৮১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ৩.৯৮ কোটি টাকা সাশ্রয়ের সুবিধা পেয়েছেন, মূত্রাশয়ের পথে পাথর সরানোর অস্ত্রোপচারে ৩,৭৭,৯০৪ জন রোগী ১৪২৩.২০ কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয়ের সুবিধার আওতায় এসেছেনঊ এছাড়া ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখের ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসাতেও অনুমোদিত হাসপাতালের মাধ্যমে ব্যাপক অংশের মানুষ বিপুল খরচ বাঁচাতে সুবিধা পেয়েছেনঊ

আর জি কর মামলার শুনানির দিন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টার প্রতিবাদ তথাগতর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর জি কর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে রাজ্যের চেষ্টার প্রতিবাদ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "যে সরকার দুদিন আগে ধর্ষকদের জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে এনকাউন্টার আর দুসপ্তাহের মধ্যে ফাঁসি চাইছিল সেই সরকার তিলোত্তমা কান্ডের ছ সপ্তাহ পরে শুনানির দিন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করছে! কি ত্বর্ন্ডত্র না?"

আর জি কর মামলায় পরবর্তী শুনানিতে কী হয় সেদিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। বলা ভালো প্রবাসীরাও নজর রাখছেন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আর জি কর মামলার শুনানি। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যের আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে সমস্ত পক্ষের মতামত নিয়ে তা পিছোতে রাজি শীর্ষ আদালত।

বিহারে ফের সেতু বিপর্যয়, এবার সমস্তীপুরে ভেঙে পড়ল ব্রিজের একাংশ

সমস্তীপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারে একের পর এক সেতু ভেঙে বিপর্যয় লেগেই রয়েছে। এবার বিহারের সমস্তীপুরে ভেঙে পড়ল একটি একটি সেতুর একাংশ। রবিবার সমস্তীপুরের নন্দনী লাগুনিয়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে নির্মীয়মান বখতিয়ারপুর-তাজপুর সেতুর সংযোগকারী দু"টি পিলারের মধ্যে স্প্যান ভেঙে পড়ে। ম্যানেজার মোহন সিং বলেছেন, স্প্যানটি ভেঙে পড়েনি, তবে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি গার্ডার ভেঙে ফেলা হয়েছিল।ম্যানেজার মোহন সিং বলেছেন, 'আমাদের এই গার্ডারটি প্রতিস্থাপন করতে হবে। প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়ায়, যখন আমরা এটিকে বেয়ারিংয়ে বসিয়েছিলাম, তখন একটি গার্ডার পড়ে যায়। ভাইরাল হওয়া ভিডিও-র কোনও সত্যতা নেই। আমরা কেবল একটি গার্ডার প্রতিস্থাপন করছি। নতুন গার্ডার সেখানে ঢালাই করা হয়েছে, আমরা ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এটি প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছি, অন্যথা হলে আমরা গার্ডারটি প্রতিস্থাপন করতাম না। সত্য হল যে আমরা একটি নতুন গার্ডার দিয়ে পুরানো গার্ডার প্রতিস্থাপন করছি।'

প্রধানমন্ত্রী ৪৫-তম দাবা অলিম্পিয়াডে ওপেন ও মহিলা উভয় বিভাগেই ভারতীয় প্রতিনিধিদের সোনা জয়ের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ৪৫-তম দাবা অলিম্পিয়াডে ওপেন ও মহিলা উভয় বিভাগেই ভারতীয় প্রতিনিধিদের সোনা জয়ের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি পুরুষ ও মহিলাদের অবিস্মরণীয় দাবা দলের প্রতি তাঁদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করে বলেছেন:

"আমাদের দাবা প্রতিনিধি দলের জয় ৪৫-তম ীচজ্জঙ্গক্ক ঋত্রনন জ্ঞনাদ্বদ্বখত্ম-এ ঐতিহাসিক বিজয়! দাবা অলিম্পিয়াডে ওপেন ও মহিলা উভয় বিভাগেই ভারত সোনা জয় করেছে! আমাদের পুরুষ ও মহিলাদের অবিস্মরণীয় দাবা দলের প্রতি তাঁদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যে ভারতের ক্রীড়া জগতের গতিপথে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। এই সাফল্য এই ক্রীড়াকে গতি দান করতে দাবা উৎসাহীদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করুক।"

সিবিআইয়ের তলব, সিজিওতে হাজিরা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে তলব করল সিবিআই।

সোমবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। সকাল ১১টার আগেই তিনি কেন্দ্রীয় সংস্থার দফতরে পৌঁছন। ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তলবের বিষয়টি এড়িয়ে জানান, তাঁর নিজের কিছু নথি দেওয়ার আছে। তাই সিবিআইয়ের কাছে সময় চেয়েছিলেন। এদিন সেসব নথি নিয়ে এসেছেন।

স্কুল হস্টেলের ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ, ধৃত ২

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হস্টেলের ভিতরই যৌন নিগ্রহ ও শ্লীলতাহানির শিকারের অভিযোগ করল ৪ ছাত্রী। ঘটনাস্থল হরিদেবপুর থানার উলটো দিকেই কেওড়া পুকুরে সেন্ট স্টিফেন স্কুলের হস্টেল। অভিযোগ, শ্লীলতাহানির শিকার হওয়া ৪ ছাত্রীরই বয়স ১৩ থেকে ১৪ বছর। হস্টেলে কর্মীরাও মহিলা। অভিযোগ, হস্টেলের মহিলা ওয়ার্ডেন কয়েকদিন আগে বিয়ে করেন। তারপর থেকে তাঁর স্বামী মিশনকে না জানিয়েই মাঝেমধ্যে এই হোস্টেলে এসে থাকতেন। বেশ কয়েক দিন আগে ওয়ার্ডেনের স্বামী প্রথমে এক ছাত্রীকে, পরে আরও তিন ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ করেন।ছাত্রীর অভিভাবকরা জানতে পেরে রবিবার সন্ধেয় হস্টেলের গেটের সামনে আসেন। হস্টেল থেকে নিজেদের মেয়েদের নিয়ে যেতে চান তাঁরা। তাঁরা হরিদেবপুর থানায় গিয়ে পুরো বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য সকাল ৮ ঘটিকা হইতে লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরে সদ্য গঠিত State Enforcement Team সংক্ষেপে SET এর Team জিরানীয়া মহকুমার বিভিন্ন রেশন সপ, ই-কমার্স ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্যাকেটজাত দোকান পরিদর্শন করে এবং বিভিন্ন অসংগতি লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে জিরানীয়া পরিদর্শকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত case booked করা হয় এবং অফিসে যোগাযোগের কথা বলা হয়।

Sl.No.	Name of Trader and Address	Case booked under Section/ Rules
1.	Prashanta Debbarma Dealer: - TE college FP shop. Bhadramisip Para.	Section- 24 of Legal Metrology Act. 2009.
2.	Gautam Debbarma Dealer: - Bisharambari, FP shop.	Rules- 22 of Tripura Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011 & Section 53(2) of Legal Metrology Act 2009.
3.	Delhivery Ltd. North Champamura, Jirania.	Section- 24 of Legal Metrology Act. 2009.
4.	Bimal Debbarma NIT shopping Complex, Room No.1, Jirania.	Section 18(1) of Legal Metrology Act 2009 & Rules-6 of Pc Rules 2011

পরে উপরিউক্ত সবাইকে নোটিশ দ্বারা আইনানুগ পদ্ধতিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে জরিমানা করা হইবে।

উপরিউক্ত সংবাদ টুকু আপনার দপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয় পত্রিকায় প্রেস রিলিজ দিবার জন্য অনুরোধ করছি।

ইতি
(নির্মল অধিকারী, আই এ এস)
নিয়ামক
লিগ্যাল মেট্রোলজি
ত্রিপুরা

ICA/D-945/24

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIT No. : 39 /DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 13,15,559.00	₹ 26,311.00	Upto 3.00 P.M on 30.09.2024	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 30.09.2024 if possible
2	DNIT No. : 40 /DNIeT/EE/DWS/BLN/2024-25	₹ 4,82,271.00	₹ 9,645.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For any query please.contact to office of the undersigned during office hours/ dwsdivisionbelonia@gmail.com/ eedwsdivbln@yahoo.in

For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-1756/24

Executive Engineer
DWS Division, Belonia,
South Tripura District, Tripura
"Conserve Water and Save Life"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- ¢-PT-04/EE/RDUD/G/2024-25 DATED-19/09/2024

On behalf of the- 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 04/10/2024 for the following work-

1. Providing Internal Electrification at newly Constructed 02(two)nos Type-IV quarter for Block Development Officer (BDO)Tepania R.D.Block and Matabari R D Block (Ground floor with two storey Foundation) Gomati District.
2. Construction of AWC Kitchen Shed at Rajdharnagar AWC of Jamjuri GP ,Lolunga -2 of Palatana GP and at Uttar para AWC of Dudhpushkarini GP under Karaban R.D.Block »Gomati District (SoR 2023)
3. Providing Internal Electrification of 2(two) nos. Tehshil Office Building at Matabari under Matabari R.D.Block & Dhajanagar under Tepania R.D. Udaipur Division, Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact

ICA/C-1743/24

Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

WALK IN INTERVIEW

A walk in interview will be held in Women's Polytechnic, Hapania for engagement of Guest Lecturer in the following disciplines as per the below mentioned schedule:

SL. No.	Subject	Vacancy	Time of interview	Date of Interview
1.	Medical Laboratory Technology (MLT)	01	2.00 PM-4.00 PM	30/09/2024
2.	Physics	01	11.30 A.M-1.30 PM	30/09/2024

1. For Medical Laboratory Technology essential qualification: B-Tech or M-Tech in Bio Technology/MSC in MLT/B-Pharmacy/MSc in Bio Technology with 1th class from a recognized University/Institution.
2. For Physics subject essential qualification: First Class Master Degree in Physics, with NET/SLET qualified (Desirable).

Engagement will be made on merit basis & as per Government rule and for the AY 2024-25. Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original and Photocopies of same along with an application in plain paper addressed to the Principal. Payment of Honorarium and other terms & conditions for the engagement will be as per guidelines/norms of the state Government. The engagement will be purely on temporary basis & no TA/DA will be provided.

ICA/D-944/24

(Dr.Tirtharaj Sen, FIE)
Principal
Women's Polytechnic, Hapania

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:- 12/EO/TRRDA/2024-25 date: 20/09/2024

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA-III The Chief Engineer, PWD(PMGSY) & Empowered Officer, TRIPURA RURAL ROADS DEVELOPMENT AGENCY on behalf of the Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system regarding "REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR SETTING UP A PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) IN TRRDA FOR PMGSY-III (BATCH-I, 2023-24) ROAD FOR MANAGEMENT, SUPERVISIONAND QUALITY CONTROL OF PROPOSED ROAD FOR UPGRADATION IN NEW TECHNOLOGIES FULL DEPTH RECLAMATION (FDR)" from the reputed firms/consultants/companies/Consortium having experience in similar nature of work .Date of release of Invitation for RFP through e-procurement: 20/09/2024

Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement: 04/10/2024 up to 1500 HRS

For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

ICA/C-1748/24

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block,2"4 Floor, Secretariat Building, Agartala

AUCTION NOTICE

On bchalf of the Governor of Tripura. The District Magistrate & Collector , Unakoti District , Kailashahar invites tender from cligible bidders up to3 PM on 40/09/2024 for 01 (one) no. of condemned vehicle of the District Administration vide Auction Notice No.F.3(12)/ DUZ/2024-25/14) dt..2.0 /09/2024 for details terms & condition of the tender is available in Tripura State Portal tripura.gov.in & Unakoti District website unakoti.nic.in and hard copy can be scen the Notice Board of the Office of the District Magistrate & Collector, Unakoti District, Kailashahar, Tripura on all working days from 10 A.M. onwards. Any subsequent corrigendum will be available in the website.

ICA/C-1737/24

(D.K. Snake)
District Magistrate & Collector
Unakoti District, Kailashahar

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দুর্গাপুজো মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া

দুর্গাপুজো মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। পুজোর চারদিন ভাল-মন্দ না খেলে কি চলে? পুজোর ভোজ সারতে অনেকেই রেস্তরাঁয় যান। অনেকেই আবার মনে করেন পুজোর ক’’দিন রেস্তরাঁর উপর নির্ভর না করাই ভাল। বাড়িতেই জমিয়ে রান্না করতে পছন্দ করেন কেউ। “ফুড ফারিস্তা”-র কর্ণধার ও রন্ধনশিল্পী শর্মিলা বসু ঠাকুরও পুজোতে বাড়িতেই রান্নাবান্না করতে ভালবাসেন। আগে পুজো মানেই ছিল ঠাকুরমা-দিদিমাদের হাতে তৈরি নানা রকম মিষ্টির পদ। শর্মিলাদের ঢাকার বাড়িতেও সেই চল ছিল। পুজোর কয়েক দিন আগে থেকেই তাঁর ঠাকুরমা শুরু করে দিতেন মিষ্টি বানানোর প্রস্তুতি। মুচমুচে খাস্তা সাদা তিলের তক্তি, চিড়ের মোয়া, লালচে মচমচে খই উপড়া বা খইয়ের মুড়কি বানানো হত বাড়িতে। বিজয়ার পর বাড়িতে কেউ এলেই দোকান থেকে কেনা মিষ্টি নয়, বরং ঠাকুরমার হাতে তৈরি সেই সব মিষ্টিই পরিবেশন করা হত অতিথিদের। এই পুজোয় বাড়িতে অতিথি এলে আপনিও কি বাড়িতে তৈরি কোনও মিষ্টি বানিয়ে তাঁদের মন জয় করতে চান। মায়ের হাতের রাঙা আলুর পায়েসের রেসিপির হদিস দিলেন শর্মিলা।

উপকরণ:

দুধ: এক লিটার
রাঙা আলু কুচি: ১ কাপ
চিনি: স্বাদমতো
ঘি: ২ টেবিল চামচ
ছোট এলাচ: ২-৩টি
এলাচ গুঁড়ো: আধ চা চামচ

প্রণালী:রাঙা আলু লম্বা করে কুচিয়ে কেটে নিন। খুব বেশি মিহি করার প্রয়োজন নেই। কড়াইতে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিয়ে মিষ্টি আলু ভেজে নিন। সামান্য রং পরিবর্তন হলে দুধ ঢেলে দিন। ভাল করে বেশ কিছু ক্ষণ নাড়িয়ে দুধ ঘন করে নিন। আলু সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি মিশিয়ে আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। নামানোর আগে সামন্য এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন রাঙা আলুর পায়েস।

নানা রকমের উপকারের কথা ভেবে নিয়মিত খেতে হবে তেঁতুল

দাঁত শিরশির করলেও উপকারের কথা ভেবে নিয়মিত খেতে হবে তেঁতুল

পুজোর কেনাকাটা করতে গিয়ে গড়িয়াহাট কিংবা দক্ষিণাপনের সামনে ভিড় ঠেলে ফুচকার লাইনে দাঁড়াবেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। ফুচকার আসল মাহাত্ম্য তার টক জলে। তবে অনেকেই অম্বলের ভয়ে টক জল ছাড়াই ফুচকা খান। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, তেঁতুল গোলা ফুচকার টক জলের স্বাদ বাড়িয়ে তোলার জন্য তার মধ্যে মেশানো হয় নানা রকম মশলা, নুন এবং লঙ্কা গুঁড়ো।

এই সব উপাদানের গুণে টক জল আরও সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তবে এই জলের মধ্যে পুষ্টিগুণ তেমন নেই বললেই চলে। কিন্তু শুধু তেঁতুলের ক্কাথ শরীরের নানা উপকারে লাগে। দক্ষিণী রান্নায় তেতুঁল গোলা জল দেওয়ার প্রচলন হয়তো সেখান থেকেই।

১) ভিটামিন এবং খনিজের জোগান দেয়

তেঁতুলের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন এবং নায়াসিনের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান। পাশাপাশি রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং আয়রনের মতো খনিজ। তাই নিয়মিত তেঁতুল খেতে পারলে শরীরে এই সব ভিটামিন এবং খনিজের ঘাটতি হয় না।

২) অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট

তেঁতুলে রয়েছে পলিফেনল এবং ফ্ল্যাভোনয়েডের মতো অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। তা শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিক্যালের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার মারণব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩) হার্ট ভাল রাখে

তেঁতুল রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত তেঁতুল খেলে এই সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪) হজমে সহায়তা করে

তেঁতুলে রয়েছে টারটারিক অ্যাসিড। তাই আপাত ভাবে দেখতে গেলে এই অ্যাসিড শরীরে অম্লত্বের ভাব বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পরিমিত পরিমাণে তেঁতুল খেলে তা হজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দুই প্রতিরোধ করতে পারে। পাশাপাশি, অন্ত্রের স্বাস্থ্যও ভাল রাখতে সাহায্য করে তেঁতুল।

৫) প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে

ঋতু পরিবর্তনের সময়ে ঠান্ডা লাগা এবং সর্দিকাশি থেকে রেহাই পেতে গরম জলে তেঁতুল আর গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান। যেগুলি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

মুখ চকচকে হবে, মৃত কোষ দূর হবে

শুধু বিপাকহার উন্নত করাই নয়, শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বার করতে নিয়মিত ডিটক্স পানীয় খেয়ে থাকেন সকালে। শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বার করতে না পারলে রোগের বাড়বাড়ন্ত হয় সে কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু ত্বকের জেল্লা ফিরিয়ে আনতে আলাদা করে ত্বকের টক্সিন দূর করার কথা ভেবেছেন কখনও? ত্বকের মৃত কোষ, ব্ল্যাকহেড, হোয়াইটহেডের মতো সমস্যা স্বাভাবিক ভাবে নির্মূল করতে গেলে ত্বককেও ডিটক্স পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

পুজোর আগে তো আর বেশি দিন বাকি নেই। নিয়মিত ডিটক্স করে দেখা যেতেই পারে। কিন্তু কী ভাবে করবেন?

১) ডবল ক্লিনজিং- মেকআপ তোলার জন্য প্রথমে তেল দেওয়া কোনও রিমুভার ব্যবহার করতে পারেন। তবে এখানেই শেষ নয়। এর পর হালকা কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। ২) এক্সফোলিয়েট-- ত্বক থেকে মৃত কোষ সরিয়ে ফেলতে নিয়মিত এক্সফেলিয়েট করতে হবে। মুখের ছোট ছোট ছিদ্রতে জমা তেল, ধুলোময়লা সরিয়ে ফেলতে এক্সফোলিয়েশনের জুড়ি মেলা ভার।

৩) ক্লে মাস্ক- যদি ওপেন পোর্সের সমস্যা থাকে, তা হলে শুধু এক্সফোলিয়েট করে ছেড়ে দিলেই হবে না। ত্বকের ধরন বুঝে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। এই মাস্ক ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সাহায্য করবে।

৪) আর্দ্রতা বজায় রাখা- ত্বক থেকে দূষিত পদার্থ বার করতে গেলেও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে না পারলে টক্সিন বার করা যাবে না।

৫) ফেস মাসাজ- টক্সিন বার করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ হল ফেস মাসাজ। তবে তা যেন সঠিক পদ্ধতি মেনে হয়। না হলে হিতে বিপরীত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। ত্বকে রক্ত সঞ্চালন থেকে লিম্পফ্যাটিক ড্রেনেজ সবই হয় মাসাজের মাধ্যমে।

ফিনাইলের গন্ধে অ্যালার্জি হয়?

ঘর পরিষ্কার করা মুখের কথা নয়। সারা দিন ধরে পরিষ্কার করলেও কিছুতেই ময়লা যেতে চায় না। তার উপর বাড়িতে যদি ছোট শিশু কিংবা পোষ্য থাকে, তা হলে তো কথাই নেই। খুদেদের দুরন্তপনায় ঘর নোংরা হয় বেশি। তা ছাড়া, সারা সপ্তাহ অফিস আর কাজের ব্যস্ততায় বাড়ির দিকে তাকানোর সময় পান না অনেকেই। ফলে ধুলো জমতে জমতে পাহাড় হয়ে যায়। সেই ধুলোর পাহাড় পরিষ্কার করা সহজ নয়। বাড়িতে শিশু থাকলে অনেকেই সাবান, ফিনাইল ব্যবহার করতে চান না। সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আপেলের খোসা দিয়ে বানানো তরল সাবান। যে কোনও সাবান বা ফিনাইলেই রাসায়নিক থাকে। সেই রাসায়নিক ছোটদের তো বটেই, বড়দের শরীরেও নানা খারাপ প্রভাব ফেলে। আপেলের খোসা দিয়ে তৈরি ঘর-পরিষ্কারের সাবানে কোনও ক্ষতিকর রাসায়নিক থাকে না। আপেলের খোসায় থাকে লিমোনিন নামের তেল এবং ম্যালকি অ্যাসিড। দু’টিই চটচটে ময়লা মুছতে কাজে লাগে। তা ছাড়া, কাঠের সামগ্রী চকচকে রাখতেও পারে এরা। একটি পাত্রে আপেলের খোসা আর আর এক কাপ নিন। এ বার খোসা-সহ জলটি ফোটাতে হবে। জল ফুটে গেলে, আঁচ কমিয়ে ১৫ মিনিট ওই অবস্থায় রাখতে হবে। জল ঠান্ডা হয়ে গেলে সেটি একটি স্প্রে-বোতলে ঢেলে নিতে হবে। আপেলের খোসা সিদ্ধ জল কাচ বা টেবিলে স্প্রে করে নরম কাপড় দিয়ে সেগুলি মুছে নিলেই পরিষ্কার হয়ে।

কোমরের ব্যথায় কাবু?

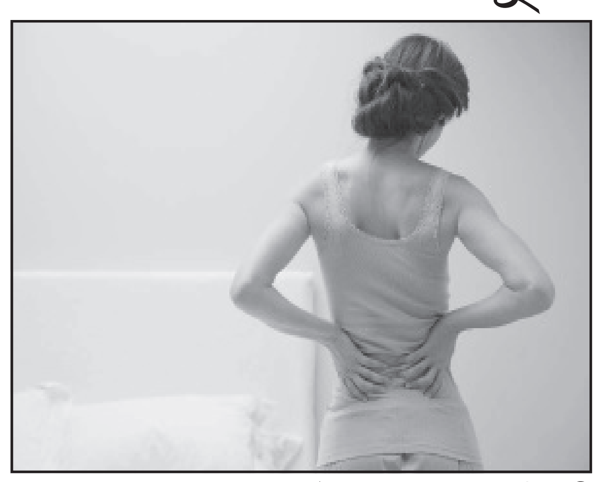

পা-কোমরের ব্যথার কারণে হিল জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছেন বহু দিন। কিন্তু অফিসে বেশি ক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকলেও ইদানীং পায়ে ব্যথা হয়। বুঝতে পারেন, সবই বয়সের দোষ। কিন্তু সময়ের অভাবে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না। এই ব্যথা-বেদনার কারণেই মন-মেজাজ বিগড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়ে। তবে যোগ প্রশিক্ষকেরা বলছেন, নিয়মিত বিপরীত করণী বা লেগ আপ দ্য ওয়াল পোজ অভ্যাস করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

কী ভাবে অভ্যাস করবেন এই যোগাসন? ১) প্রথমে চিতহয়ে শুয়ে পড়ুন। ২) এ বার দু’পা একত্রে সোজা করে মাটি থেকে ওপরে তুলতে চেষ্টা করুন। ৩) হাতে ভর দিয়ে কোমর ধীরে ধীরে উপর দিকে তুলতে চেষ্টা করুন। ৪) শরীরের অবস্থান অনেকটা সর্বাঙ্গাসনের মতো। কিন্তু বিপরীত করণীতে পায়ের অবস্থান ৯০ ডিগ্রিতে থাকে না। বরং মাথার দিকে সামান্য হেলিয়ে রাখাই দস্তুর। ৫) খেয়াল রাখতে হবে এই আসন অভ্যাস করার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। চোখের সঙ্গে পায়ের বুড়ো আঙুলের যেন কোণাকুণি সংযোগ তৈরি হয়। ৬) একেবারে অভ্যাস না থাকলে দেওয়ালের সাহায্যেও এই আসন করা যায়। সে ক্ষেত্রে কোমর থেকে পা উপর দিকে তুলে দেওয়ালে রাখতে হবে। ৭) এই আসন ১ মিনিট থেকে শুরু করে ৫ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস করা যেতে পারে। তবে প্রথমে খুব বেশি ক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। ৮) দেহের ভার বেশি হলে হাতের উপর বেশি ক্ষণ কোমর ধরে রাখতে সমস্যা হতে পারে। তাই প্রথমে কোমরের তলায় উঁচু বালিশ বা ব্লক দিয়ে এই আসন অভ্যাস করা যেতে পারে। ৯) দেওয়ালের সাহায্যে বিপরীত করণী অভ্যাস করার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে পা, কোমর এবং দেহের অবস্থান যেন ইংরেজি “এল” অক্ষরের মতো হয়।

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে কী উপকার হয়? স্নায়ু শক্তিশালী করে তুলতে এই আসনের জুড়ি মেলা ভার। গোটা দেহে রক্ত চলাচল করতেও বিশেষ সহায়তা করে এই আসন। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে, ঘাড়-গলার পেশি মজবুত করতে, হজমে সহায়তা করে এই বিপরীত করণী মুদ্রা। এই যোগাসন অভ্যাস করার আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন?

বিপরীত করণী আসন করার অন্তত ঘণ্টা ছয়েক আগে খাবার খাওয়া প্রয়োজন। পেটভর্তি থাকলে কোনও ভাবে এই আসন করা যাবে না। ঘাড়ে, পিঠে যদি পুরনো কোনও চোট-আঘাত থেকে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের পরামর্শ না নিয়ে একা একা এই আসন করা উচিত হবে না।

ছুটির দিনে বাড়িতেই মটন বিরিয়ানি রাঁধুন

ইচ্ছে হলেই ফোন থেকে অ্যাপের মাধ্যমে বিরিয়ানি অর্ডার দিয়ে দেন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই গরম গরম বিরিয়ানি নিয়ে হাজির হয়ে যান সেই সংস্থার কর্মীবন্ধুরা। তবে স্বাদ বদলের জন্য মাঝেমধ্যে বাড়িতেও তো বিরিয়ানি রাঁধতে ইচ্ছে করে। তা হলে আর দেরি কেন? বাড়িতেই মটন বিরিয়ানি রেঁধে ফেলতে পারেন। সঙ্গে মোতি দিয়ে রাখতে পারেন নতুনত্বের ছোঁয়াও। কী ভাবে বানাবেন মোতি মটন বিরিয়ানি? রইল রেসিপি।

উপকরণ

খাসির মাংস: ১ কেজি
মটন কিমা: ৩০০ গ্রাম
খোয়া: ২০০ গ্রাম
বাসমতি চাল: ৫০০ গ্রাম
কাঁচা পেঁপে বাটা বা কোরানো: ৪ টেবিল চামচ
টক দই: ৩০০ গ্রাম
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
তেল: ৫০০ মিলিলিটার
আদা-রসুন বাটা: ৫ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৩ কাপ (বেরেস্তা)
পেঁয়াজ কুচি: ২ কাপ
কেশর: পরিমাণ মতো
খাবার হলুদ রং: এক চিমটে
দুধ: ২ কাপ
ঘি: ২০০ গ্রাম
গরম মশলা: ২ টেবিল চামচ
জায়ফল, জয়িত্রী গুঁড়ো: আধ চা চামচ
গোটা গরম মশলা: ২ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ৩ টেবিল চামচ
গোলাপ জল: ১ চা চামচ
কেওড়ার জল: ৫ ফেঁটা
মিঠা আতর: ২ ফেঁটা

প্রণালী

১) প্রথমে খাসির মাংস ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে টক দই, কাঁচা পেঁপে বাটা, আদা, রসুন বাটা, বিরিয়ানির মশলা, ধনে এবং জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ম্যারিনেট করে রাখুন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আগের রাত থেকে মাখিয়ে রাখতে পারেন। বিরিয়ানির চাল ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। ২) এ বার কড়াইতে তেল এবং ঘি একসঙ্গে গরম করতে দিন। তার মধ্যে দিয়ে দিন তেজপাতা, গোটা গরম মশলা। একটু রং ধরলেই পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়তে থাকুন। হালকা ভাজা হলে ম্যারিনেট করা মটন দিয়ে দিন। ভাল করে কষিয়ে নিয়ে প্রেশার কুকারে অর্ধেক সেদ্ধ করে রেখে দিন। ৩) এ বার মটন কিমার মধ্যে নুন, জিরে-ধনে গুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা দিন। মিনিট ২০ মশলা মাখিয়ে রেখে দিন। ৪) কড়াইতে তেল গরম হলে ম্যারিয়েট করা মাংস বলের আকারে গড়ে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলের মধ্যেই অর্ধেক সেদ্ধ করা আলু ভেজে নিন। ৫) এ বার একটি পরিষ্কার কাপড়ে বেশ অনেকটা পরিমাণ গোটা গরম মশলা দিয়ে একটি পুঁটলি তৈরি করুন। হাঁড়িতে জল গরম হতে শুরু করলে ওই পুঁটলি দিয়ে দিন। লেবুর রসও দিতে পারেন এই সময়ে। ৬) জল ফুটে উঠলে ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে দিন। খুব বেশি ক্ষণ রাখার প্রয়োজন নেই। চাল আধসেদ্ধ হলেই নামিয়ে ফ্যান ঝরিয়ে ফেলুন। তার পর হাঁড়ি থেকে সমস্ত ভাত অন্যত্র ঢেলে ঠান্ডা হতে দিন। ভাত যেন ভেঙে না যায়, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। ৭) এ বার বড় মুখের একটি পাত্রের গায়ে প্রথমে ভাল করে ঘি মাখিয়ে নিন। পাত্রের একেবারে নীচে খাসির মাংসের ঝোল খানিকটা দিয়ে দিন। সঙ্গে দিন কিছুটা বিরিয়ানির মশলা। কিছু ক্ষণ আঁচে গরম করে নিন। এ বার একে একে সমস্ত উপকরণ মেশাতে থাকুন। ৮) প্রথমে রান্না করা খাসির মাংস, আলু, ভেজে রাখা বেরেস্তা দিন। উপর থেকে ভাতের আস্তরণ দিয়ে পুরোটা ঢেকে দিন। ভাতের উপর ছড়িয়ে দিন ঘি, দুধে ভেজানো কেশর এবং খোয়া। তার পর আবার মাংসের স্তর সাজিয়ে দিন। ৯) আবার ভাতের আস্তরণ দিয়ে সাজিয়ে সবশেষে দুধে ভেজানো কেশর ছড়িয়ে দিন। সামান্য ঘি, বিরিয়ানি মশলা, গোলাপ জল, মিঠা আতর এবং ভেজে রাখা মটন বলগুলি সাজিয়ে দিন। ১০) এ বার হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে হালকা আঁচে বসিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। হয়ে গেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

বাড়ির বারান্দায় একচিলতে বাগান কি ভাবে সাজাবেন

পুজো আসছে। আর কয়েক দিনের অপেক্ষা। জমিয়ে শপিং করা থেকে বাড়িঘর নতুন করে সাজিয়ে তোলা প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। পুজোর আবহে নতুন করে সেজে ওঠার জন্য তৈরি বাঙালি। তবে নিজেকে আর ঘর সাজানোর পাশাপাশি পুজোর আগে তো সাধের বাগানটিও সাজাতে হবে। গাছ লাগানো আর মাঝেমাঝে গাছে জল দেওয়াই বাগানের যত্ন নেওয়া নয়।

বাগানটিকেও সুন্দর করে সাজাতে হবে। কী ভাবে সাজাবেন?

১) সবুজ গাছ চোখের আরাম। কিন্তু বাগান রঙিন হোক তা চাইলে সবুজের মাঝেমাঝে কিছু রঙিন গাছও লাগান। টব হলে কিছু রঙিন পাথর গাছের গোড়ায় আলগোছে ছড়িয়ে রাখুন। চাইলে টবগুলিও রঙিন করে দিতে পারেন। তা হলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে।

২) সেরামিকের পাত্রে গাছ বসাতে পারেন। বাগানের চেহারাই বদলে যাবে। সেরামিক এমনিতেই খুব সুন্দর দেখতে হয়। রঙিন গাছ বসালে আরও অপরূপ দেখতে লাগবে। বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে বড় পাত্রে খানিকটা জল রাখতে পারেন। তাতে ইচ্ছা বসিয়ে ফেলতে পারেন পদ্ম। জায়গা থাকলে ছোট ফোয়ারাও লাগাতে পারেন। মাঝেমাঝে বাগানে গিয়ে নিজেরই মনে হতে পারে যে রূপকথার দেশে চলে এসেছেন।

৩) বাগানে পাখিরা এসে কিচিরমিচির করুক, পাখিদের কলতানে ভরে যাক তা অনেকেই চান। তার জন্য বাগানে একটি “বার্ড হাউস” তৈরি করতে পারেন। হাতে যদি খানিক সময় থাকে, তা হলে নিজেই বানিয়ে নেওয়া যায়। না থাকলেও অসুবিধা নেই। দোকান থেকে কিনে আনতে পারেন পছন্দ মতো পাখির নীড়। পাখিদের আনাগোনায় আরও রঙিন হয়ে উঠবে বাগান।

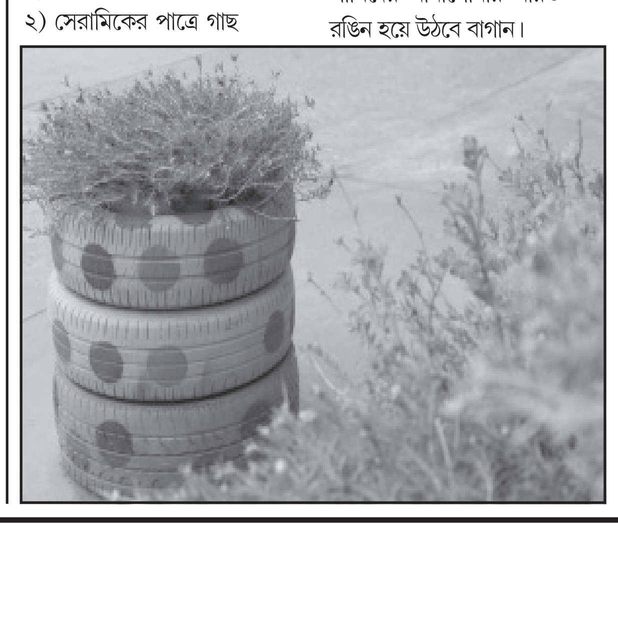

পাঁচ ভুল: ডায়েট চলাকালীন করলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে

পুজোর আগে ওজন ঝরাতে অনেকেই এখন ডায়েট করছেন। কেউ পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে ডায়েট করছেন। কেউ আবার কেবলই নেটমাধ্যমের উপর ভরসা করে ডায়েট শুরু করে দিয়েছেন। পুষ্টিবিদদের মতে, স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে ডায়েট মেনে চললে মাসে চার-থেকে পাঁচ কেজি ওজন কমানো সম্ভব। তবে প্রত্যেকের শারীরিক গঠন আলাদা, তাই কোন ডায়েট মেনে চললে আপনি দ্রুত ওজন ঝরাতে পারবেন তা আপনার শারীরিক অবস্থা, আপনার উচ্চতা, বয়স সবটা বিচার করে এক জন পুষ্টিবিদই আপনাকে বলতে পারেন। ডায়েট করতে গিয়ে কয়েকজন এমনই কড়া ডায়েট করে বসেন যাতে শেষমেশ ওজন কমলেও শরীরের অনেকটা ক্ষতি হয়ে যায়। জেনে নিন ডায়েট সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা যা মেনে চললে শরীরের লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেশি হবে।

পুজোর আগে ওজন ঝরাতে অনেকেই এখন ডায়েট করছেন।

১) অনেকের ধারণা ডায়েট মানেই রোজের খাবার থেকে কার্বহাইড্রেট বাদ দিয়ে দিতে হবে। পুষ্টিবিদদের মতে, ডায়েট থেকে কার্বোহাইড্রেট বাদ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন জটিল কার্বোহাইড্রেট-যুক্ত খাবারই খাওয়া হয়। যেমন সাধারণ পাউরুটির পরিবর্তে ব্রাউন ব্রেড, ভাত খেতে ইচ্ছা করলে ব্রাউন রাইস, ময়দার বদলে আটার রুটি খাওয়া যেতেই পারে। চিনি জাতীয় পরিশুদ্ধ কর্বোহাইড্রেট খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। তবে দানাশস্য, ফল, সব্জিতে থাকা কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যেতেই পারে। ২) অনেকের ধারণা রাত ৮টার পর খেলেই ওজন বাড়ে। খাওয়াদাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে গেলে হজমের গোলমাল শুরু হয়। তাই খাওয়াদাওয়ার পর খানিকটা হাঁটাহাটি করে নেওয়াই ভাল। কখন খাচ্ছেন তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কতটা ক্যালোরি খাচ্ছেন। ক্যালোরি মেপে খেলে মাঝরাতেও স্ন্যাকিং করা যায়।

৩) ডায়েট মানেই ফ্যাটজাতীয় খাবারে না করবেন না। কিছু ফ্যাট শরীরের জন্যে ভাল। একেবারে তেল-মশলা ছাড়া খাবার দু’-এক দিন খেয়ে নিলেও দীর্ঘ দিন খাওয়া যায় না। শরীরে কোনও জটিল রোগ না থাকলে একবারে তেল ছাড়া খাবার খাওয়া উচিতও নয়। ওজন ঝরাতে চাইলে সারা দিনের রান্নায় চার থেকে পাঁচ চামচ তেল ব্যবহার করতে পারেন। ডায়েটে মাখন না রাখাই ভাল, পরিবর্তে দিনে এক চামচ ঘি খাওয়া যেতেই পারে। ঘি ওজন কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া বাদাম, আমন্ডের মতো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রোজ খাওয়াই যায়।

৪) অনেকের ধারণা, সাপ্লিমেন্ট নিলেই ওজন দ্রুত ঝরে। বাজারে অনেক সংস্থাই দাবি করে তাদের ওষুধ, ক্যাপসুল কিংবা মিল সাপ্লিমেন্ট খেলে সহজেই অনেকটা ওজন কমানো যায়। কিন্তু ওজন কমানোর কোনও “শর্ট কাট” নেই। এই প্রকার সাপ্লিমেন্ট একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। এ সবের কারণে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে হাজার রোগ। রোজের ডায়েটে ওয়ে প্রোটিনের বদলে ডিম, মুরগি, পনিরের মতো প্রোটিন রাখা বেশি ভাল।

৫) কম খেলেই রোগা হওয়া যায় এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। খালি পেটে থাকা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার বদলে সময় মতো খাওয়াদাওয়া করলে, ক্যালোরি মেপে খাবার খেলে দ্রুত ওজন ঝরানো সম্ভব। সকালের দিকে ভারী খাবার খাওয়া যেতে পারে। তবে রাতে হালকা খাওয়ার পরামর্শই দেন চিকিৎসকেরা।

সোমবার লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা পার্লামেন্টে এক বৈঠকে মিলিত হন।

নির্যাতিতা চিকিৎসকের দাহকার্যে আরও এক তৃণমূল নেতার সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর-এ নির্যাতিতার দাহকার্য্যে আরও এক তৃণমূল নেতার সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শবদেহের ঘাটের সংশ্লিষ্ট শংসাপত্রের ছবি-সহ সোমবার শুভেন্দুবাবু এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, "৩১ বছর বয়সী জুনিয়র মহিলা চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের পরিচালনা দলের সদস্য ছিলেন ফরেনসিক চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস। তাঁকে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে তলব করেছিল সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে এক বিস্ফোরক কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেছিলেন যে একজন লোক ছিল যে নিজেকে মৃতার কাকা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ওই কাকা হুমকি দিয়েছিলেন, "যদি সে দিনের মধ্যে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন না হয় তবে "রক্তের নদী" প্রবাহিত হবে।

ওই ব্যক্তি ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর। এই ব্যক্তি কে? সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। তিনি পানিহাটি পৌরসভার প্রাক্তন সিপিআইএম কাউন্সিলর, পরে টিএমসিতে যোগ দিয়ে পানিহাটির টিএমসি বিধায়ক নির্মল ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হন।

সবাই জানে নির্যাতিতাকে তাড়াহুড়ো করে দাহ করা হয়েছে। পুলিশ শ্মশানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছিল এবং শ্মশানে লাশটি দাহ করার জন্য অসাধারণ তাড়া ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় নিহতের আত্মীয় না হয়ে শ্মশানের নথির স্বাক্ষরকারী। নথিতে আরও একটি নাম/স্বাক্ষর রয়েছে সোমনাথ দে। এই নামে পানিহাটি পৌরসভার আর এক প্রাক্তন টিএমসি কাউন্সিলর রয়েছেন। তিনি কি একই ব্যক্তি?'

শিশুদের ওপর তৈরি পর্ন ছবি দেখা নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শিশুদের নিয়ে তৈরি পর্ন ছবিদেখা কিংবা ডাউনলোড করা পকসো আইনে অপরাধ বলে বিবেচ্য হবে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় খারিজ করে সোমবার এই ঐতিহাসিক নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

গত ১১ জানুয়ারি মাদ্রাজ হাইকোর্ট চেন্নাইয়ের এক ২৮ বছরের যুবকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বাতিল করে দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু-পর্ন দেখা এবং ভিডিও ডাউনলোড করার অভিযোগ উঠেছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্ট রায়ে জানিয়েছিল, ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের বিষয়ের ছবি দেখা পকসো আইনের এক্তিয়ারে পড়ে না।

সোমবার সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চ এদিন বলে, মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই রায় দিতে গিয়ে গুরুতর ত্রুটি করে ফেলেছে। এদিন এই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট ওই যুবকের বিরুদ্ধে ওঠা ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। শিশুদের নিয়ে যৌন ছবি তৈরি, দেখা এবং ডাউনলোড করা ছাড়াও তা প্রকাশ করা এবং শেয়ার করা সবই অপরাধ।

রাধানগরে রামমোহনের জন্মভিটে জলমগ্ন, মেলেনি সরকারি ত্রাণ

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিধ্বংসী বন্যার এই ছবি গত ২৫ বছরের ব্যবধানে বেশ ভয়ঙ্কর। হুগলি জেলার মধ্যেই সবচেয়ে বিপদজনক এখনও পর্যন্ত আরামবাগ মহকুমার খানাকুল এক ও দুই নম্বর ব্লক। এই মুহূর্তে সিংহভাগ এলাকায় বানভাসি অবস্থা। খানাকুল থানা এলাকায় এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কমপক্ষে ৬০ - ৭০টিরও বেশি গ্রাম জলমগ্ন। রাধানগর, সেনপুর, রামনগর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামের মানুষ জলবন্দী। চারটি পরিবার রাধানগর পল্লী সমিতির ভবনে ঠাঁই নিয়েছে। মানু মালিকের যেমন মাটির ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন। অন্যত্র সে বসু পরিবারে আপাতত আশ্রয় নিয়েছে। এমন ছবি প্রায় সমস্ত গ্রামেই। জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে রাধানগরে রামমোহনের জন্মভিটে ও তৎসংলগ্ন রামমোহন-এর নামাঙ্কিত মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। এর মাঝেই সেখানে জল পেরিয়ে পরীক্ষাতে সামিল হয়েছে পড়ুয়ারা। বেসিক ট্রেনিং কলেজও জলমগ্ন। ছাত্র ও ছাত্রীরা নিরুপায়। এ পর্যন্ত ত্রাণ বিতরণে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। এদিকে, বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন মাইকিং করে দামোদর নদীতে জল বাড়ছে এই খবরটুকু দিয়েই এ পর্যন্ত দায় সেরেছে স্থানীয় প্রশাসন। যেটুকু প্রচেষ্টা তা বেসরকারি স্তরেই চলছে। রাধানগর পল্লী সমিতি প্রাঙ্গণ থেকে জল নামতেই তোড়জোড়। দূর্গা দালানের সামনের রাস্তা ও জলবন্দী। সেখানেই তৈরি রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। প্রায় ৪০০ জনের মধ্যে তা নিয়মিত এখন বিলি করা হচ্ছে। সেনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও ওই খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান রাধানগর পল্লী সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত। অন্যদিকে, রাজা রামমোহনের স্মৃতি মন্দির সংলগ্ন জন্মভিটেয় জল ঢুকে পড়েছে। স্মৃতি মন্দিরে কোমর সমান জল। চাষের জমি দিয়েও জল ছুটছে। ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রামমোহনের স্মৃতি বিজড়িত আমবাগানের ছবিও জলমগ্ন। লাঙ্গুলপাড়াতে যে রামমোহনের নিজে হাতে তৈরি বাড়ি হেরিটেজ তকমা লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ। জল ছুটছে সেখানেও। একাধিক রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কলকাতা - রাধানগর সরকারি বাস পরিষেবা আপাতত স্থগিত। বেসরকারি রুটে তারকেশ্বর - দিগরুইঘাট, গণেশপুর - তারকেশ্বর ও গড়েরঘাট - আরামবাগ রুটেও বাস চলছে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। অনতিদূরে বন্দর এলাকায় রাজহাটি জল নামছে না। সব মিলিয়ে দুর্ভোগ চরমে।

গত এক দশকে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত এক দশকে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকার নিউইয়র্কে শীর্ষস্থানীয় টেক কোম্পানির সিইও-দের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গত এক দশকে সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত। আমরা সময়ের প্রয়োজন অনুসারে সংস্কারকে গুরুত্ব দেব, এখন ভারত উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন দেখে এবং সেগুলি পূরণ করতে কঠোর পরিশ্রমও করে। ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার তৃতীয় মেয়াদে, আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করব।...প্রযুক্তি হল বিকশিত ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমরা প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের জন্য প্রচুর সুযোগ প্রদান করেছি..এখন ভারতে সবচেয়ে কার্যকর ডিজিটাল ইকোসিস্টেম রয়েছে। ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম রয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা সেমিকন্ডাক্টর ও চিপস নিয়ে যে নীতি নিয়ে এসেছি তা ভারতে স্বাগত জানানো হচ্ছে এবং এই সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিত্বরা ভারতে বিনিয়োগ করতে খুব আগ্রহী। আমরা ভারতে ডিজাইনের উপর অনেক জোর দিচ্ছি...ভারতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন সিস্টেমে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হতে পারে ভারত...ভারতে ইলেকট্রনিক সেক্টরের মূল্য ১৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি এবং আমরা এই সেক্টরে ৬ মিলিয়ন কাজের সুযোগ তৈরি করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এটিকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখি... ভারতের যুব সমাজ বিজ্ঞান,

মনোজ মিত্রর শারীরিক অবস্থা গুরুতর, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রবীণ অভিনেতা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা মনোজ মিত্র। বিধাননগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। রবিবার প্রবীণ অভিনেতা ও নাট্য ব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার সকালে সূত্র মারফত খবর পাওয়া গিয়েছে, প্রবীণ অভিনেতার শারীরিক অবস্থায় এখনও কোনও উন্নতি হয়নি।বুকে ব্যথা শুরু হওয়ায় রবিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রবীণ চলচ্চিত্র অভিনেতা মনোজ মিত্রকে। ৮৬ বছরের অভিনেতা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেও অসুস্থ হন তিনি। সেই সময় পেসমেকার বসে তাঁর।

আপাতত হাজতেই থাকতে হবে আমানতুল্লাহকে, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়লো বিচারবিভাগীয় হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আপাতত জেলেই থাকতে হবে আম আদমি পার্টির বিধায়ক আমানতুল্লাহ খানকে। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড অর্থ তছরূপ মামলায় আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বেড়েছে আমালাতুল্লাহ খানের বিচারবিভাগীয় হেফাজত। সোমবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আমানতুল্লাহ খানের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে।আমানতুল্লাহ খান দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার আমানতুল্লাহ খানকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে পেশ করা হয়। হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়ে তাঁকে আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

কল্যাণীতে রেললাইনের ধারে মৃতদেহ উদ্ধার, রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও একজন

কল্যাণী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কল্যাণীতে রেললাইনের ধার থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। পাশাপাশি গুরুতর জখম অবস্থায় আরও এক ব্যক্তিকেও উদ্ধার করেছে কল্যাণী জিআরপি। সোমবার সকালে শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় কল্যাণী স্টেশনের রেল লাইনের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় দু"জনকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁদেরকে উদ্ধার করে কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজন ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্তে কল্যাণী রেল পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তাঁরা গুরুতর জখম হন, পরে একজনের মৃত্যু হয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

মুর্শিদাবাদে জাতীয় সড়কের উপর বোমাবাজি, উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন পুলিশ

মুর্শিদাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার রাতে রেজিনগরের দাদপুরে এক পানের দোকানির সঙ্গে এক টোটো চালকের ঝামেলার জেরে এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। জাতীয় সড়কের উপর প্রায় দশটি বোমা মারা হয় বলে দাবি। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় রেজিনগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযুক্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রেজিনগরের দাদপুরে এক পানের দোকানির সঙ্গে এক টোটো চালকের ঝামেলার জেরে।এই বোমাবাজির ঘটনাটি ঘটেছে। উত্তেজনা থাকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আর জি কর মামলা : ২৭ নয়, ৩০ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতে হবে শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের একবার সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল আর জি কর মামলার শুনানি। ২৭ সেপ্টেম্বর, এই মামলার শুনানি থাকলেও, সেই তারিখ পিছোচ্ছে। আগামী সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর আর জি কর মামলার শুনানি হবে বলে জানাল সুপ্রিম কোর্ট।ইতিমধ্যেই কর্মবিরতি তুলে নিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা, কাজেও ফিরেছেন। জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন, ২৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পর পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করবেন তাঁরা। কিন্তু, ২৭ তারিখের পরিবর্তে এবার ৩০ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে হবে আর জি কর মামলার শুনানি।

স্প্যানিশ ফুটবল: বার্সেলোনার ছয়ে ছয়

বার্সেলোনা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লিগ ম্যাচে ভিয়ারেয়ালকে ৫-১ গোলে হারাল বার্সেলোনা। এই বড় জয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল হান্সি ফ্লিকের দল।

প্রথমার্ধে রবের্ত লেভানদোভস্কির জোড়া গোলের পর ভিয়ারেয়ালের হয়ে ব্যবধান কমান আয়োসে পেরেস। দ্বিতীয়ার্ধে পাবলো তোরে ব্যবধান আবার বাড়ান। এরপর জোড়া গোল করেন রাফিনিয়া। আরও গোল বাড়তে পারতো যদি মাঝে পেনাল্টি মিস না করতেন লেভানদোভস্কি। এই গোল করতে পারলে তিনি হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। এবার লা লিগায় ৬ ম্যাচে পোলিশ তারকার গোল হয়ে গেল ৬টি, আর অ্যাসিস্ট আছে দুটি।

গরুপাচার মামলায় জামিন পেলেন এনামুল হক

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এবার অনুব্রত মণ্ডলের পর গরুপাচার মামলায় জামিন পেলেন এনামুল হক। ইডির মামলায় এনামুল হককে জামিন দিল শীর্ষ আদালত।

গরু পাচার মামলায় প্রায় আড়াই বছর ধরে জেলবন্দি এমানুল হক, চার্জশিট ফাইল হয়ে গিয়েছে, মামলায় সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর, সিবিআইয়ের মামলায় আগেই জামিন হয়ে গেছে"। সোমবার জামিন চেয়ে সওয়াল করেন এনামুলের আইনজীবী মুকুল রোহতগি। ইডি বিরোধিতা করলেও খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। গরুপাচার মামলায় শুধুমাত্র অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গল হোসেনই তিহাড়ে জেলবন্দি।

আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, নিউইয়র্কে টেক কোম্পানির সিইও-দের সঙ্গে বৈঠকের পর বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নিউইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকার নিউইয়র্কে শীর্ষস্থানীয় টেক কোম্পানির সিইও-দের গোলটেবিল বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'গত বছর আমি যখন ওয়াশিংটনে এসেছিলাম, আমি একটি হাই-টেক হ্যান্ডশেক প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলাম এবং আমি আপনাদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, এখন এক বছর পর আমি আবারও বসতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবকদের সঙ্গে ভারতের প্রতি শক্তি, উন্মাদনা এবং আস্থা আমাদের অনেক আনন্দ দেয়...আপনাদের পক্ষ থেকে প্রচুর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শগুলি আমার কাছে খুবই মূল্যবান।' সিইওদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের পর এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুই করেনি, তোপ সুকান্ত মজুমদারের

জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি-কে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা দাবি করেছেন, এই বন্যা মেন মেড। এবার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মমতাকে পাল্টা আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত দাবি করেছেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুই করেনি।সোমবার সকালে জলপাইগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মুজমদার বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর একই কথা বলেন, এই বন্যা মেন মেড। মানবসৃষ্ট বন্যা মোকাবেলায় তিনি কী উদ্যোগ নিয়েছেন?... তারা কিছুই করেনি...অর্থের অভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঁধের কোনও মেরামত কাজ করেনি...তাঁরা বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও টাকা পাইনি, তাঁরা কি নিজেদের দিক থেকে কোনও উদ্যোগ নিয়েছে?' আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'সিবিআই ঘটনার তদন্ত করছে। যে কোনও তদন্ত নির্ভর করে প্রমাণের প্রাপ্যতার উপর। প্রমাণ পাওয়া না গেলে কোনও সংস্থাই বিচার দিতে পারে না... দুর্নীতির ঘটনায় , দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে আমি মনে করি তদন্ত সঠিক পথেই চলছে।'

পাঞ্চেত ও মাইথন থেকে জল ছাড়লো ডিভিসি, তবে তুলনামূলক কম

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়লো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)। তবে এবার তুলনামূলক কম জল ছাড়া হয়েছে। রবিবার রাতে পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধার থেকে ছাড়া মোট ৪২ হাজার কিউসেক জল পৌঁছেছে দুর্গাপুর জলাধারে। দুর্গাপুর জলাধার থেকে রাতেই ৪৯ হাজার ৫০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।রবিবার রাতে ডিভিসির তরফে জানানো হয়েছে, মাইথন জলাধার থেকে ৩০ হাজার এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে ১২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। এই জল দামোদর নদী অববাহিকা ধরে পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলিতে পৌঁছচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির জেরে এখনও জলের তলায় হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানের বহু গ্রাম। এই পরিস্থিতিতে ডিভিসির ছাড়া জল নিচু এলাকাগুলিকে নতুন করে প্লাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

প্রসাদ বিতর্কে মুখ খুললেন চিরাগ পাসোয়ান, বললেন এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত নয়

রাঁচি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে লাড্ডু প্রসাদ বিতর্কে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। বলেছেন, এই ধরনের ঘটনা কখনই বরদাস্ত করা যায় না।সোমবার সকালে রাঁচিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, 'এই ঘটনা যতটা নিন্দনীয়, ততটাই উদ্বেগজনক। কোটি কোটি মানুষের অনুভূতিতে যেভাবে আঘাত করা হয়েছে, তা বরদাস্ত করা হবে না। যারাই এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।"

ভারত এখনও একটি জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার রাজস্থানের জয়পুরে সৈনিক স্কুলের উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারীও। এটি এনজিও, রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি স্কুলগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বে সারা দেশে ১০০টি নতুন সৈনিক স্কুল স্থাপনের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির অংশ। এই নতুন স্কুলগুলি বিদ্যমান ৩৩টি সৈনিক স্কুলগুলি থেকে আলাদা হবে যা ইতিমধ্যেই পূর্বের প্যাটার্নের অধীনে কাজ করছে।এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'দর্শন হোক, গণিত হোক, স্থাপত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, নৃত্য, সঙ্গীত, মার্শাল আর্ট অথবা অন্য যে কোনও রূপ, আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। আমরা সর্বদা একটি জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ ছিলাম এবং এখনও ভারত একটি জ্ঞান- ভিত্তিক সমাজ।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, সরকার ১০০টি সৈনিক স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সৈনিক স্কুলগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ অনুশীলন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হত। তবে এই নতুন স্কুলগুলি পিপিপি মডেল (বেসরকারি, পাবলিক, অংশীদারিত্ব) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হবে। আমি "বেসরকারি" শব্দটিকে প্রথমে রেখেছি, কারণ দেশে বেসরকারি ক্ষেত্র একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে।'

সোমবার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আগরতলায় সভ্যপদ গ্রহন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। নিজস্ব ছবি।

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের সভা

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। আজ বিকেলে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ওয়েস্ট জোনাল কমিটির এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংগঠনের আগামীদিনের কর্মসূচি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। সব সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে ২০২৪-২০২৫ সনের জন্য এক নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান হিসাবে ডাক্তার মনিরুল ইসলাম এবং সম্পাদক হিসেবে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এর নাম গৃহীত হয়। পরবর্তী মিটিং হয় ২১তম রাজ্য সম্মেলন নিয়ে। আগামী নভেম্বর মাসের ৩০তারিখ এবং ডিসেম্বর এর ১তারিখ দুই দিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হবে। এই রাজ্য সম্মেলনের অর্গানইসিং সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হন ডাক্তার প্রিয়ব্রত সিনহা। জয়েন্ট অর্গানইসিং সেক্রেটারি হিসেবে ডাক্তার মীনাক্ষী দে এবং শ্রী অসীম দেবের নাম ঘোষণা করা হয়।

সংযোগ সামাজিক সংস্থার সাধারণ সভা

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। গতকাল সংযোগ সামাজিক সংস্থা র নোয়াগাঁও কৃষ্ণনগর স্থিত মিলনায়তনে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়।এ বিশেষ সভায় সংস্থার সকল সদস্য সদস্যদের উপস্থিতিতে পুরনো কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে আবার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এ বিশেষ কমিটিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ,সহ-সম্পাদক কোষাধক্ষ , সাংস্কৃতিক বিভাগীয় দপ্তরে যারা নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মনিশ লোধ, সিদ্ধার্থ ঘোষ ,দীপঙ্কর দেবনাথ শুখেন্দু দেবনাথ, নিরঞ্জন দেবনাথ মনিদিপা সরকার নির্বাচিত হয়েছেন।পাশাপাশি সদ্যপ্রয়াত রাজ্যের গৌরব, শিক্ষাবিদ মানষ দেববর্মণ ও সুবিমল রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্গ নিবেদন সহ পরিবার-পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়। উপরিউক্ত সংবাদটি আপনার সংবাদপত্রে সংবাদ আকারে প্রকাশ করার অনুরোধ রইল।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে র‍্যালি এবং ভ্যানের আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর:আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার আগরতলা শহরে একটি সুসজ্জিত রেলি ও ভ্যানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল এর ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে উদ্বোধন করা হলো একটি সুসজ্জিত ভ্যান। শহরে অনুষ্ঠিত হল রেলি। যার উদ্বোধন করলেন পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং জেলাশাসক বিশাল কুমার এবং পশ্চিম জেলার মেডিকেল অফিসার সহ অন্যান্যরা। এদিন রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এই ভ্যান ও রেলীর উদ্বোধন হয়।

দিবসটির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিগত ছয় বছর আগে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সূচনা করেছিলেন। এই প্রকল্পে দেশের এবং রাজ্যের জনগণ স্বাস্থ্যপরিসেবার সুযোগ পাচ্ছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অনুকরণে ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নামে আরও একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

জেলাশাসক জানান দেশের ৭০ বছর উর্ধ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং রিয়াং জনগোষ্ঠীর জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকল্প সম্প্রসারিত হয়েছে। বাকি দশ শতাংশকেও এই স্বাস্থ্য যোজনা প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

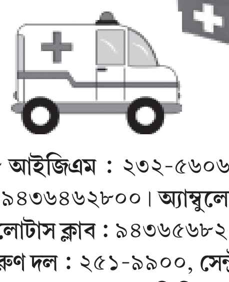

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করে বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের জন্য অনুরা কুমারা দিসানায়ক-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সঙ্গে মোদী বহুমুখী সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন।এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে মোদী লিখেছেন: “শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের জন্য অনুরা কুমারা দিসানায়ককে অভিনন্দন। ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি এবং ‘ভিশন সাগর’-এ শ্রীলঙ্কার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের জনগণ এবং সমগ্র অঞ্চলের কল্যাণে আমাদের বহুমুখী সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের জন্য অনুরা কুমারা দিসানায়ক-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সঙ্গে মোদী বহুমুখী সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন।এক্স হ্যান্ডলে এক পোস্টে মোদী লিখেছেন: “শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের জন্য অনুরা কুমারা দিসানায়ককে অভিনন্দন। ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি এবং ‘ভিশন সাগর’-এ শ্রীলঙ্কার একটি বিশেষ স্থান আছে। আমাদের জনগণ এবং সমগ্র অঞ্চলের কল্যাণে আমাদের বহুমুখী সহযোগিতা আরও জোরদার করতে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।”

বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথের বাড়িতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ড ঘটেছে। এলাকাবাসীরা প্রত্যক্ষ করেন ঘরে আগুন লাগার দৃশ্য। সাথে সাথে পরিবারের সদস্যরা খবর পাঠিয়েছেন দমকলবাহিনীকে। কিন্তু দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন তিনি।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন,অগ্নিকাণ্ডে ওই থাকা জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে।

কাজ করছে

● প্রথম পাতার পর

১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বছরে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় বছর থেকে ৩ কোটি টাকা করে ব্যয় করা হবে।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা কার্যকরও করছে। দশম শ্রেণী পাশ ৩০ জন সেরা ছাত্রছাত্রীকে নটি, জেইই ইত্যাদির পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের কোচিং নিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘সুপার-৩০’ নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রতিবছর ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে। নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘ত্রিপুরা সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন’ এবং ‘ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনেশন’ চালু করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মৌলিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘নিপুন ত্রিপুরা’ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্যে ২০২২ সালে ‘বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প’ চালু করা হয়। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১২৫টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। নবম শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রায় ১ লক্ষ ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্যের তথ্য মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা বলেন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের যাতে আর্থিক অভাবে পড়াশোনায় বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা দপ্তর সিএম-সাথ প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা আজ থেকে চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ২০০ জন শিক্ষার্থীকে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এসসিইআরটি’র অধিকর্তা এল ডার্লং। অনুষ্ঠানে মঞ্চে ৮টি জেলা থেকে ২ জন করে শিক্ষার্থীকে এই প্রকল্পের অর্ধরাশির প্রতীকি চেক তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যম্যন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের হাতে এই চেক তুলে দেন।

সচিব

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ডায়ালিসিস নেওয়ার সময় রোগী ও তাদের পরিজনদের কাছ থেকে পরিষেবা সম্পর্কিত ফিডব্যাক চাওয়া হচ্ছে। এই পরিষেবায় তারা সন্তুষ্ট কিনা এজন্য রোগীদের কাছে একটি ফরম্যাটে দশটি প্রশ জানতে চাওয়া হচ্ছে। পরিষেবা গ্রহণ করার পর এই ফরম্যাটে তারা তাদের অভিমত জানাচ্ছেন। সচিব বলেন, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ডায়ালিসিসের সুবিধা দেওয়া হলেও এই পরিষেবা দেওয়ার সময় একজন সরকারি চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট স্থানে থাকছেন। তিনি জানান, কিডনি রোগীরা যাতে কোনও সমস্যার সম্মখীন না হন তা সুনিশ্চিত করতে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত মান বজায় রেখেই ডায়ালিসিস পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে কোনও আপোষ করা হবে না। আউটসোর্সিং কর্তপক্ষকেও বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আরও একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের বলা হয়েছে। তিনি বলেন, রোগীদের ভালো পরিষেবা দেওয়া না হলে জিবি হাসপাতালে ডায়ালিসিস করার বিষয়টি ফের হাসপাতাল কর্তপক্ষ নিজের হাতে নিয়ে নেবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এজিএমসির অধ্যক্ষ ডা. অনুপ সাহা, জিবি হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, ডেপুটি সুপার ডা. কনক চৌধুরী, জিবি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. তপন মজমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী ও পুর্নবাসন নিয়ে প্রশাসনের উদাসীন মনোভাব নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যজুড়ে খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ বিরোধী নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ, চুরি, ডাকাতি, মানব পাচার সহ নানা অপরাধে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি গণতন্ত্র লুণ্ঠন করে চলেছে। কংগ্রেসের বহু কর্মী আহত হয়েছে। রাজ্যে গনতন্ত্র বলে কিছুই নেই। জবরদখল করে পঞ্চায়েতে সবকটি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। তাছাড়া, জনগণকে ভোটদানে বাধা দিয়েছে বিজেপির কর্মী সর্মথকরা। কিন্তু পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। তাঁর কথায়, প্রতিনিয়ত নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ত্রিপুরায় স্বৈরাচারী সরকারের শাসন চলছে। রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নয়। এরই প্রতিবাদে আগামী আজ সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুলিশ সদর দপ্তর ঘেরাও করবে কংগ্রেস।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকা আর্থিক ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলি আগামী ৬ মাস বিনামূল্যে ১০ কেজি করে চাউল এবং ২০০ দিন রেগার কাজ করার দাবি জানানো হয়। উত্তর জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট মেরামতি করা বিশেষ করে ধর্মনগর কদমতলা ধর্মনগর পানিসাগর শনিছড়া কদমতলা সহ জাতীয় সড়কের বিভিন্ন এলাকা ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সেই রাস্তাগুলি অতিসত্বর মেরামত করার জন্য দাবি জানানো হয়।

গোবিন্দপুর গ্রামের নারীদের সাফল্য ভুজিয়া উৎপাদনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার কালাছড়া ব্লকের অধীন গোবিন্দপুর গ্রামের ১৪ জন নারী ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের সহায়তায় ভুজিয়া, চানাচুর উৎপাদন করে উল্লেখযোগ্য আয় করছেন। তারা ভবিষ্যতে আরও বড় আকারের কারখানা স্থাপনের স্বপ্ন দেখছেন।

মহারানী শীলের বাড়ির একটি ভাড়া করা ঘরে চলতি বছরের জানুয়ারিতে গোবিন্দপুর নন-ফার্ম কালেকটিভ নামে একটি উদ্যোগ শুরু হয়, যার পেছনে রয়েছে এই ১৪ জন নারীর অক্লান্ত পরিশ্রম। টিআরএলএম-এর মাধ্যমে তাদেরকে এক সপ্তাহের ভুজিয়া (চানাচুর) তৈরি করার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকে ১০০০ টাকা করে বিনিয়োগ করে আসবাবপত্র ও কাঁচামাল সংগ্রহ করেন এবং নিজেদের হাতে ডাল গুঁড়ো করে বেসন তৈরি করে বাদাম ও পাপড় দিয়ে ভুজিয়া বানাতে শুরু করেন।

তাদের তৈরি ভুজিয়া (চানাচুর) এখন গ্রামের এবং শহরের দোকানদাররা সরাসরি কারখানা থেকে কিনে নিচ্ছেন। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন থেকে পিএম এফএমপি প্রকল্পের অধীনে তারা ৪০ হাজার টাকা কম সুদে ঋণ পান, যা দিয়ে তারা তাদের উদ্যোগ পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তারা ব্যাংকে ৫০ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রুপের সদস্যরা জানিয়েছেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে ৫ লক্ষ টাকার একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা জেলাশাসকের কাছে জমা দিয়েছে। এই তহবিল পেলে তারা মেশিনের মাধ্যমে ভুজিয়া (চানাচুর) উৎপাদন করতে পারবেন, যা বর্তমানে তারা হাতে তৈরি করছেন। তারা প্রতিদিন প্রায় ১৫০ প্যাকেট ভুজিয়া তৈরি করেন, এবং বাজারে এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

এই মহিলারা এখন নিজেদের স্বাবলম্বী মনে করেন এবং তাদের জীবনের সঠিক পথ নির্ধারণে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অবদানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রীতি দেবনাথ এবং জয়ন্তী দেবনাথ জানিয়েছেন, তারা এখন আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং পরিবারের খরচেও বড় ভূমিকা রাখছেন।

জয়দুর্গা গ্রামীন সংগঠনের উদ্যোগে পোষণ মাহ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ সেপ্টেম্বর:সোমবার বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জয়দুর্গা গ্রামীন সংগঠনের সকল সদস্যারা মিলে পোষণ মাহ পালন করে। এইদিন জয়দুর্গা গ্রামীন সংগঠন এলাকার সকল গর্ভবতী ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি জাতীয় খাবার দেওয়া হয় এবং এই সময়ে গর্ভবতী মায়ের ও শিশু দের পুষ্টি কেন দরকার সে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কেননা আজকের শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ । তাদের সুস্থ্য ভাবে বেড়ে উঠার জন্য পুষ্টি জাতীয় খাবার দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জয়দুর্গা গ্রামীন সংগঠনের দিদিরা পুষ্টি জাতীয় খাবার যেমন চাল, ডাল, সুজি, বিভিন্ন রকমের শাক সব্জি, ফলমূল,ডিম,দিয়ে আলপনা এঁকে পোষণ মাহ এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এই পোষণ মাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীন সংগঠনের সভানেত্রী রিঙ্কু দেবনাথ শীব,সম্পাদিকা অলকা পাল ও কোষাধ্যক্ষ রেখা সাহা সহ সিএসপি সুমনা ভৌমিক,সিএসপি কাঞ্চন সাহা সহ অন্যান্যরা।এদিন গর্ভবতী মায়েদের ও শিশুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।স্ব-সহায়ক দলের দিদিরা শুধু স্বনির্ভর হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এখন বিভিন্ন সামাজিক কাজেও স্ব-সহায়ক দল সমান তালে কাজ করছে বলে জানান।

আধুনিক মানের বিডিও কোয়ার্টার হচ্ছে কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর:ব্লক সদর কল্যাণপুরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের অবহে, গিঞ্জি মুক্ত পরিবেশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সর্ব সুবিধা যুক্ত আধুনিক মানের বিডিও কোয়ার্টার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মাসখানেকের মধ্যেই উদ্বোধন হয়ে যেতে পারে ৪৪ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া এই আধুনিক মানের কোয়ার্টার কমপ্লেক্স। যেই কল্যাণপুর মানেই একসময় ছিল সন্ত্রাসবাদের আনাগোনা, যেই কল্যাণপুর মানেই এক সময় ছিল পিছিয়ে পড়া জনপদের তকমা, সেই কল্যাণপুরে আধুনিক মানের সর্ব সুবিধা যুক্ত বিডিও কোয়ার্টার নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এক মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত যে হবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হওয়ার পথে সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টার কমপ্লেক্সের।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে একাধিক বেডরুম, কিচেন ,ড্রয়িং রুম, করিডোর ,গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা এবং বাগান করার পরিকল্পনা সহ মোট কথা একেবারে রং তুলি দিয়ে একে ফেলা সুদৃশ্য বাংলোর আদলে আধুনিক পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করেই তৈরি হচ্ছে এই কোয়ার্টার কমপ্লেক্স। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, দীর্ঘদিন ধরেই কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বিডিওর জন্য একটা কোয়ার্টার এর দাবি ছিল, এতদিন পূর্ত দপ্তরের তৈরি করা জরাজীর্ণ কোয়ার্টার গুলোর মধ্যেই বিডিও দের থাকতে হয়েছে।

নতুন পরিসরের এই বিডিও কোয়ার্টার তৈরি হয়ে গেলে, এটা যে মিনি শহর কল্যাণপুরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পালকে নবতম সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত হবে ,এতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।

শান্তিরবাজার থানায় এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ সেপ্টেম্বর: শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে পূজা কমিটির সদস্যদের নিয়ে শান্তিরবাজার থানায় এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত করা হয়।হাতেগুনা আর কিছুদিনপর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গোৎসব। এইবছর বন্যার প্রভাবে শান্তিরবাজারে ছোট আকারে পূজার মধ্যদিয়ে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হতে চলছে সকলে।

আজকের এই আলোচনাসভায় দক্ষিন জেলার পুলিশ সুপারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা, শান্তির বাজার থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সদস্য নিতিশ দেবনাথ সহ আরক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

দক্ষিন জেলার পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা জানান পূজায় কোনোপ্রকার চাঁদার জুলুমবাজী করা যাবেনা। পূজার দিনগুলিতে অধিক রাত্রে যখন লোক সমাগম থাকবেনা সেই সময় পূজা কমিটি যেন সেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে মন্দির পাহারা দেয়। দশমীর দিন যাতে করে মায়ের মূর্তি বিষর্জন দেওয়া হয় তারই পরামর্শ দেওয়া হয়। দক্ষিন জেলার পুলিশ সুপার জানান পূজার দিনগুলিতে যাতে করে কোনো প্রকার অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে ও যাতে করে পূজা শান্তিপূর্নভাবে সমাপ্তি হয় সর্বদা তারই প্রয়াস চালিয়ে যাবে আরক্ষাপ্রসাশন।

প্রদ্যোত

● আটের পাতার পর

কিন্তু আমি চুপ থাকব না। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশের ঘটনার কারণে ত্রিপুরায় মুসলিমদের উপর আক্রমণ করা চলবে না। বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি ত্রিপুরায় কায়েম করা চলবে না। ত্রিপুরাকে বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান বানালে চলবে না। তাই এরই বিরুদ্ধে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরা সাব্রুমে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিপরা মথার নেতৃত্ব, কর্মী সমর্থকরা রেলি বের করবে।

অসম বিধান সভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির করিমগঞ্জ সফর

করিমগঞ্জ (অসম) ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম বিধান সভার ৬ সদস্যের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি সোমবার করিমগঞ্জ সফর করেছেন। বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান নূরুল হুদার নেতৃত্বে সফরে ছিলেন বিধায়ক উৎপল বরা, ভবেন্দ্র নাথ ভরালি, কৌশিক রাই, হাফিজ বসির আহমেদ ও করিম উদ্দিন বরভূঁইয়া। চেয়ারম্যান সহ কমিটির সদস্যরা ওইদিন জেলার ফারমপাশা, মৈনা, চান্দখিরা জিপি লোয়াইরপোয়া ব্লক, বাজারিছড়া জিপি এলাকায় বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারি কাজকর্মের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। ওইদিন সন্ধ্যা ৬ টায় কমিটির চেয়ারম্যান নূরুল হুদার সভাপতিত্বে জেলা আয়ুক্ত কার্য্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী, ডিডিসি দীপক জিডুং, জেলা পরিষদের সিইও লক্ষী নন্দন সহরিয়া সহ ডিএফও, স্বাস্থ্য যুগ্ম সঞ্চালক, পূর্ত সড়ক ও ভবন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, জলসম্পদ, জলসিঞ্চন বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার, জেলা কৃষি আধিকারিক, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, আবগারি অধীক্ষক, খাদ্য গণবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের ডিসিএস ও ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের ডিভিশনাল অফিসারের সাথে এক সভায় মিলিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজকর্মের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন। সভায় ২০২০-২১ সালের এমজিএনরেগা, অমৃত সরোবর, ফিফটিন্থ ফাইন্যান্স কমিশনের প্রকল্প, পিএমএওয়াই-গ্রামীণ ইত্যাদির বাস্তবায়ন নিয়ে পর্য্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, পূর্ত গ্রামীণ সড়কের পিএমজিএসওয়াই, এসওপিডি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ তথা পূর্ত ভবনের অওতায় জেলার নির্মাণ কাজের খোঁজ নেন। সভায় জল সম্পদ বিভাগের নদী বাঁধ নির্মাণের অগ্রগতির পর্য্যালোচনা করেন। এদিকে সভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন যথাসময়ে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। আবগারি বিভাগের রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষি বিভাগের পিএম কিষাণ, ধান সংগ্রহ, বীজ বন্টন, কৃষি সামগ্রী বন্টনের বিষয়ে খোঁজ নেন। সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পোষন অভিযান, বেটি বচাও বেটি পড়াও অভিযান সচেতনতার অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। বন বিভাগের মহাল, ক্যাম্পা তহবিল, বৃক্ষ রোপণ, নার্সারি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা বিভাগের পড়াশুনার পরিবেশ, মাইনোরিটি স্কলারশিপ ইত্যাদির খোঁজ নেন। স্বাস্থ্য বিভাগের হাসপাতাল ও চিকিৎসকের সংখ্যা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সহ মডেল হাসপাতাল, জিএনএম, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ানের স্বল্পতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে জল সিঞ্চন বিভাগের সৌর বিদ্যুত ও বিদুৎ চালিত প্রকল্প, সিঞ্চিত এলাকা ইত্যাদির খোঁজ নেন।

বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট ড্রপ আউট না-হবার সুনিশ্চয়তা বিধানের নির্দেশ মন্ত্রী ব্রহ্মের

হাইলাকান্দি (অসম) ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের ভূমি সংরক্ষণ, হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল এবং সেরিকালচার মন্ত্রী উর্খাউ গৌড়া ব্রহ্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্টুডেন্ট ড্রপ আউট যাতে না-হয়, সেদিকে কড়া নজর দিতে শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সোমবার হাইলাকান্দিতে সরকারি বিভাগগুলির এক রিভিউ মিটিংয়ে এই নির্দেশ দেন। শিক্ষা বিভাগ থেকে সভায় জানানো হয় যে, জেলায় ৯৮ টি স্মার্ট ক্লাসরুমের মধ্যে ৯৭ টি চালু রয়েছে। জেলায় ভার্চুয়াল ক্লাসরুম রয়েছে ২০টি।জেলা পরিষদের সিইও রণজিৎ কুমার লস্কর জানান জেলায় ৩৩ হাজার ৭৯৭ টি গ্রামীণ স্কিমের মধ্যে ২৮ হাজার ৪৩১ টি সম্পূর্ণ হয়েছে যা ৮৪.১৩ শতাংশ। জেলার ৬২টি অমৃত সরোবরের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য নেওয়া ৮৮টি স্কিমের মধ্যে ৭৯ টি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানানো হয়। স্বাস্থ্য যুগ্ম সঞ্চালক ডা. অলকানন্দা নাথ জানান জেলায় প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যু ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮ জন হলেও বর্তমান বছরে তা মাত্র ২ জনে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি অর্থাৎ হাসপাতালে প্রসবের হার ৯৫.৬৭ু হলেও বর্তমানে তা ৯৮.০২ু বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার ২০২২ ২৩ সালে ২৩৫ হলেও বর্তমানে তা ৪৮ এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অখিল দত্ত সভায় জানান জেলার ৮৬৫৫.৯৫ হেক্টর বনবিভাগের ভূমিতে ৭৪৫৮টি পরিবার বাস করছেন। জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে সভায় এসপিরেশন ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, জেলার বিভিন্ন এলাকায় এর আওতায় প্রকল্প নেওয়ার ফলে প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে। সভায় ডিডিসি এন্ডাড ফাইরিম সহ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকরা অংশ নেন।

দুর্গাপুর ব্যারেজের পলি সংস্কার না করে ডিভিসিকে বিক্রি করতে চাইছে কেন্দ্র - বিস্ফোরক মমতা

দুর্গাপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'দুর্গাপুর ব্যারেজের পলি সংস্কার না করে ডিভিসিকে বিক্রি করার চেষ্টা করছে। সোমবার দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রকে এভাবে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি দরুন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পলি জমে নাবত্যা কমেছে দুর্গাপুর ব্যারেজের। কমছে জলধারন ক্ষমতা। ভারি বর্ষা হলেও জল ছাড়তে হয়। আর তাতেই দামোদর নিম্ন আববাহিকায় বন্যা দেখা দেয়। সঙ্কটে পর্য্যাপ্ত জল অমিল। আবার অতিবৃষ্টিতে জল ছাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি। সব মিলিয়ে রাজ্যের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়ে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন(ডিভিসি)। গত কয়েকদিন ধরে ঝাড়খন্ড রাজ্যে নিম্নচাপের দরুন প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তার দরুন পশ্চিমবঙ্গে ভারি বৃষ্টি না হলেও দামোদর উপত্যকায় জারি হয় লাল সতর্কতা। সোমবার রাতে ভারি বৃষ্টিপাত হওয়া মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়। ওই জল দুর্গাপুর ব্যারেজে ঢুকতেই দামোদর আববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। দুর্গাপুর ব্যারেজে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়তে হয়। ওই জলে দামোদর নিম্ন আববাহিকা বাঁকুড়ার মানাচর, হাওড়া, হুগলি জেলায় বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়। আর এই প্লাবনে কার্য্যত ডিভিসির দিকে "ম্যানমেড" বন্যার তকমা লাগিয়ে অভিযোগের আঙ্গুল তোলে রাজ্য সরকার। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরজমিন দেখতে জেলা সফরে বেরিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার পূর্ব বর্ধমানে বেশ কিছু এলাকা পরিদর্শন করে দুই জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেখান থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ সংলগ্ন সীতারামপুর মানায় আসেন। সেখানে বন্যা দুর্গতদের হাতে ত্রান তুলে দেন। তারপর সেখান থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ পরিদর্শন করেন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার সুর চড়ান তিনি। উল্লেখ্য, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আবারও ডিভিসির দিকে আঙ্গুল তুলে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে দ্বিতীয় চিঠি দিয়েছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন,' ব্যারেজে জল এখনও যাচ্ছে। আরও কাকে কাকে ডোবাবে জানিনা। প্রধানমন্ত্রীকে দুবার চিঠি লিখেছি। তার আগে জলশক্তি মন্ত্রকে বহুবার চিঠি লিখেছি। কিন্তু কিছুই করেনি।' তিনি কেন্দ্রকে নিশানা করে আরও বলেন,'রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন আপত্তি নেই। কিন্তু এভাবে জল ছেড়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করবেন না।' প্রসঙ্গত, ব্যারেজের পলি সংস্কারের জন্য একাধিকবার লোকসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি (নদী বিষয়ক) পরিদর্শনে এসেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। ৯০ দশকে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে দামোদরের পলি সংস্কার ধরা হয়েছিল। এমনকি তাতে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তার জন্য ক্রেন ও বার্জও আনা হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা মাঝ পথে ফিরে যায়। ২০০৮ সালে ডিভিসি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিল। তাতে ড্রেজিং হওয়া পলি বালি রাখার জমির জন্য আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্যদের(এডিডিএ) কাছে আবেদন করেছিল। ওইসমস্ত পলি, বালি ইসিএলের পরিত্যাক্ত খনি ভরাটের জন্য চিন্তাভাবনা নেওয়া হয়েছিল। সেটাও মাঝ পথে থমকে যায়। যতদিন যায় ততই সঙ্কটে পড়ে দামোদর।

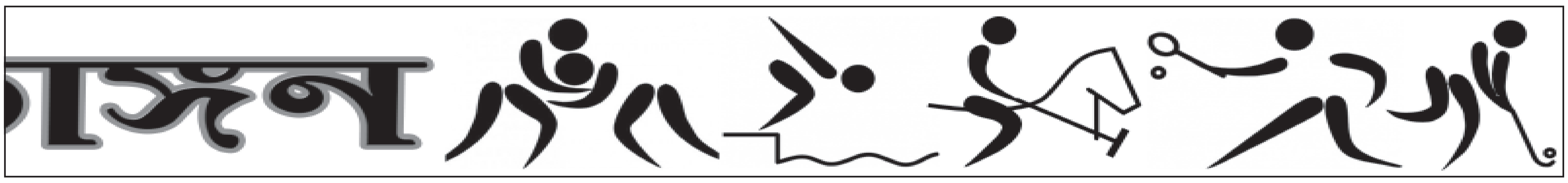

দেবাশীষের জোড়া গোল, এগিয়ে চল জয়ী
অবনমনের ফাঁড়া কাটেনি ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে এগিয়ে চল সংঘ। হারিয়েছে দুর্বল প্রতিপক্ষ ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে। ৩-০ গোলের ব্যবধানে। এদিকে বিজিত ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সেই অবনমণের জুজু এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কেননা অবনমনের নাগপাশ থেকে রক্ষা পেতে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে আরও একটা ম্যাচে জয় পেতে হবে। ত্রিবেণী সংঘ পরবর্তী ম্যাচ গুলো প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন অবনমন থেকে নিজেদের বাঁচাতে আর একটা জয়ের সন্ধানে রয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর দিনের একমাত্র খেলায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও জুয়েলস এসোসিয়েশন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এতে জয় লাভে মরিয়া হয়ে উঠবে। জুয়েলস এসোসিয়েশনের কিন্তু জয় পরাজয়ে তেমন কোনও হেলদোল থাকবেনা। কেননা, সুপার ফোরের পাশাপাশি অবনমন এর গণ্ডি থেকে জুয়েলস এসোসিয়েশন এবার অনেকটাই দূরে রয়েছে। আজ, সোমবার ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের

২৩ তম দিনের ৩৮ তম ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ তিন গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করেছে। এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে এটি অষ্টম ম্যাচের মাথায় সপ্তম জয়। জয় ছিনিয়ে ৩ পয়েন্ট পেলেও এগিয়ে চলো সংঘ কিন্তু আগেই যথারীতি সুপার লীগে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে তিনটায় দিনের একমাত্র খেলায় এগিয়ে চল সংঘ খেলার প্রথমার্ধে ন্যূনতম গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ৩৩ মিনিটের মাথায় দেবাশীষ রাই-এর গোলে এগিয়ে চল লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ২২ মিনিটের মাথায় দেবাশীষ ফের আরও একটি গোল করে। আক্রমণ রচনা ও গোল করার পাশাপাশি এগিয়ে চল সংঘের খেলোয়াররা রক্ষণভাগেও নজর দেয়, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন যেন গোল পরিশোধের কোনও সুযোগ কাজে লাগাতে না পারে। উপরন্ত দুই মিনিট বাদে এগিয়ে চল-র আসিফ আলী মোল্লা একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়। পক্ষান্তরে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আক্রমণ ভাগের ফুটবলাররা একাধিকবার গোলমুখী আক্রমণ রচনা করলেও গোলের সন্ধান পায়নি। জোড়া গোলের পাশাপাশি দুর্দান্ত খেলায় দেবাশীষ রাই কে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিকে, খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী এগিয়ে চল সংঘের নাইসা জমাতিয়া, আসিফ আলী মোল্লা ও ভিকি থাপা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, সুকান্ত দত্ত, সুশান্ত দাস ও মোহাম্মদ জামাল হোসেন। দিনের খেলা ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার।

হিমাচল প্রদেশে জাতীয় কোরাস চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্য দল গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় কোরাস প্রতিযোগিতার আসর এবার হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে। ত্রিপুরা দল এতে অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। ইতোমধ্যে রবিবার এনএসআরসিসি-তে জুডো হল-এ আয়োজিত এক সিলেকশন ট্রায়াল থেকে ২২ সদস্যের রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। নির্বাচনী শিবিরে রাজ্যের প্রায় সব কটি জেলা থেকে ৭২ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিল। বাছাইকৃত ২২ সদস্যের রাজ্য দল আগামী শনিবারের মধ্যে হিমাচল প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। উল্লেখ্য, আগামী ১ থেকে ৩ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশের নুরপুর বিদ্যাপতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে জাতীয় ক্যাডেট ও জুনিয়র কোরাস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে।

পয়েন্ট তালিকা : এ ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
এগিয়ে চল	৮	৭	১	০	১৭-৬	২১
রামকৃষ্ণ ক্লাব	৮	৫	২	১	১৫-৮	১৬
ব্লাডমাউথ	৭	৫	২	০	১৬-৬	১৫
টাউন ক্লাব	৭	৪	২	১	১৬-৮	১৩
লালবাহাদুর	৭	৪	২	১	১৪-৮	১৩
নাইন বুলেটস	৮	৪	৩	১	১৩-৮	১৩
ফরোয়ার্ড	৮	১	৪	৩	১৩-১৯	০৬
জুয়েলস অ্যা:	৭	১	৪	২	৭-১২	০৫
ত্রিবেণী সংঘ	৮	১	৬	১	১১-২৮	০৪
ফ্রেন্ডস ইউ:	৮	১	৭	০	৭-২৬	০৩

ফুটসাল বিশ্বকাপ : ”বি” গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোতে পা রাখল ব্রাজিল

তাসখন্দ, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফুটসাল বিশ্বকাপে দুর্বার গতিতে চলেছে ব্রাজিল।

এবার প্রতিপক্ষকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল।

আগের গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে তাদের কাছে কোনও দলই পাত্তা পায়নি। কিউবা, ক্রোয়েশিয়ার পর থাইল্যান্ডকেও গোলের বন্যায় ভাসালো পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ফুটসাল বিশ্বকাপে শুক্রবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ৯-১ গোলে উড়িয়ে দিল ব্রাজিল। তাতে 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েই শেষ ষোলোতে পা রাখল ব্রাজিল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন মাইলফলক স্পর্শ রশিদের

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.):শনিবার দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যান্ডের হারার ম্যাচে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নজির গড়লেন আদিল রশিদ। ইংল্যান্ডের প্রথম স্পিনার হিসাবে এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। ইংল্যান্ডের তৃতীয় বোলার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি।ইংল্যান্ডের প্রথম এবং বিশ্বের দ্বাদশ স্পিনার হিসাবে এই কীর্তি রসিদ গড়লেন ১৩৭তম ম্যাচে। এর আগে ইংল্যান্ডের দুই প্রাক্তন জোরে বোলার ড্যারেন গফ এবং জেমস অ্যান্ডারসনের এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। স্পিনারদের মধ্যে এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে উইকেট(৫৩৪) রয়েছে মুথাইয়া মুরলিথরনের।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সাধারণ মানুষ ও জাতির কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: সাধারণ মানুষ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য নিবেদিত রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারও। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ এসটি মোর্চার উদ্যোগে সোমবার আগরতলার শান্তিপাড়ায় আয়োজিত স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং সদস্যতা অভিযান — ২০২৪ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করেছি। আপনারা সকলেই অবগত রয়েছেন যে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উদযাপন শুরু করেছি। এই উপলক্ষে মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি চলবে আগামী ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনকে ঘিরে আমরা সারা রাজ্যে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম সংঘটিত করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় 'সেবা হি ধর্ম'-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই কথা মাথায় রেখে আমরা জনগণ ও দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করছি। আজ শান্তিপাড়ায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার জন্য আমি সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

এই কর্মসূচি উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি এসটি মোর্চার সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, সাধারণ সম্পাদক বিজেপি বিপিন দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর: রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন এক গৃহবধূ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কমলপুর থানাধীন দক্ষিণ মানিকভাণ্ডারের বাসিন্দা গৃহবধূ সুফিয়া বেগম (১৯)গত ১৮ সেপ্টেম্বর বেলা একটা নাগাদ বাড়িতে ছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে বেলা একটার পর থেকে মহিলাকে আর পাওয়া যাচ্ছেনা। মহিলা কি কারো সঙ্গে পালিয়েছে না অন্য কোনো ঘটনা ঘটেছে তা কেউ বলতে পারছেনা। মহিলার বিয়ে হয়েছিল প্রায় ছয়মাস পূর্বে। বিয়ের ছয়মাসের মাথায় এরকম ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা রহস্যর সৃষ্টি করেছে। মহিলার বাপের বাড়ি সহ আত্মীয় স্বজনের কাছেও কোনো খবর নেই। কমলপুর থানায় নিখোঁজ ডাইরি করা হয়েছে। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে শারদোৎসব আয়োজন করার আহ্বান সুশান্ত চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে শারদোৎসব আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আজ জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী এই আহ্বান জানান।

বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাস্তায় যানবাহন থামিয়ে চাঁদা আদায় বা জোর করে চাঁদা আদায় সরকার কোনভাবেই বরদাস্ত করবে না। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ও নেশার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে ক্লাব ও পূজা কমিটিগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিজয়া দশমীর সময় মূর্তি বিসর্জন যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় সেজন্যও মহকুমা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে।

বৈঠকে জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমলকৃষ্ণ কলই পুজো উপলক্ষে সরকারি নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরুদাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, জিলা পরিষদের সদস্য মঞ্জু দস শিবায়ণ দাস, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও শান্তনু দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

সভায় মহকুমার বিভিন্ন ক্লাব ও বিভিন্ন পূজা কমিটির প্রতিনিধিগণ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্রজেশ চক্রবর্তীকে মরণোত্তর পণ্ডিত দীনদয়াল জাতীয় সংহতি পুরস্কার

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সামাজিক কাজ ও জনসংযোগ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য স্বর্গীয় ব্রজেশ চক্রবর্তীকে এবছর মরণোত্তর পণ্ডিত দীনদয়াল জাতীয় সংহতি পুরস্কার দেওয়া হবে। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে দুপুর সাড়ে ১২টায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সংহতি পুরস্কার ২০১৮ সালে আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে চালু হয়েছিল। এবছর থেকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের আর্থিকমূল্য ১ লক্ষ টাকা। সাথে মানপত্র ও উত্তরীয় দেওয়া হয়। ২০১৮ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়া। ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত এই পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে প্রভাস চন্দ্র ধর, পীযূষ কান্তি চক্রবর্তী, জয়শ্রী শর্মা, মনোজ দেবরায় ও প্রয়াত ডা. এইচ এস রায় চৌধুরী।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রবাদী চেতনার আদর্শে দীক্ষিত সমাজসেবী স্বর্গীয় ব্রজেশ চক্রবর্তী ১৯৩৫ খিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ৪ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল কুমিল্লার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে। পরবর্তীতে বিদ্যালয় জীবন সমাপ্ত হয় আগরতলার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে। এমবিবি কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন। পরবর্তীতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগণের সার্বিক বিকাশে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম।

দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২৩ সেপ্টেম্বর : বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিতে চোরের দল হানা দিয়ে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে পালিয়েছে। আজ সকালে জয়নগরস্থিত এলাকায় কমল কান্তি ভৌমিকের বাড়িতে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে জয়নগরস্থিত এলাকার বাসিন্দা কমলকান্তি ভৌমিক সহ পরিবারের সদস্যরা গৌহাটিতে বসবাস করছেন। ওই অবস্থায় বাড়ির মালিকের অনুপস্থিততে গতকাল রাতে চোরের দল হানা দিয়েছে। আজ সকালে স্থানীয় লোকজন ওই বাড়ির দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। তখন স্থানীয়রা ঘরে প্রবেশ করে দেখে সমস্ত জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা পুলিশের খবর দিয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গেছে এবং চুরির সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর তদন্ত শুরু করেছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে সদস্যতা অভিযানে সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২৩ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় জনতা পার্টির এস.সি মোর্চার উদ্যোগে মহারাজগঞ্জ বাজার মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

প্রসঙ্গত, দেশব্যাপী চলছে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান। রাজ্য তিন সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে সদস্য সংগ্রহ অভিযান। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ বিজেপির এসসি মোর্চাও মহারাজগঞ্জ মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ মৎস্য ব্যবসায়ীর কর্মকর্তারা।

এই অভিযানে রাজ্য সভার সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী ত্রিপুরা রাজ্যেকে উন্নয়নের শিকড়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করে চলেছে। পূর্বে আগরতলাতে জাতীয় হাইওয়ে ছিল ১টি কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা এসে দাড়িয়েছে ৯টি।

ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতরভাবে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২৩ সেপ্টেম্বর : বাঁশ কুড়োল কুড়াতে গিয়ে ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক যুবক। বর্তমানে যুবকটি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

ঘটনার বিবরনের জানা গিয়েছে, কাঞ্চনপুর মহকুমাধীন দশদা এলাকায় বাঁশ কুড়োল কুড়াতে গিয়ে ভাল্লুকের কামড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক যুবক। আহত যুবকের নাম প্রামিত কুমার রিয়াং। বিকট চিৎকার শুনতে পেয়ে আশেপাশের স্থানীয় লোকজন সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে কাঞ্চনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তারপর ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

জলের দাবিতে আইজিএম চৌমুহনীতে নার্সিং পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজে পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। পানীয় জলের দাবিতে নার্সিং প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তাদের কলেজে পানীয় জলের সংকট চৌমুহনীতে সোমবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয় নার্সিং পড়ুয়ারা। তারা জানায় দুমাস ধরে জলের সংকট চলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বাধ্য হয়ে তারা এই

কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা সোমবার আইজিএম চৌমুহনীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র আইজিএম চৌমুহনীতে দেখা দিয়েছে। বারবার দাবি জানানো সত্বেও পানীয় জলের সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আইজিএম প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। শীঘ্রই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে।

আটক এক মহিলা সহ তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর: অসংলগ্ন অবস্থায় শহরের হেরিটেজ পার্কের সামনে থেকে এক মহিলা সহ তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, রাতের শহর এখন রঙ্গিন। প্রত্যেকদিন রাত্রেই আগরতলা শহর উশৃংখলতার চরম সীমায় পৌঁছে যায়। অলি গলিতে ফষ্টিনষ্টির পাশাপাশি মদের আসরে মেতে উঠতে দেখা যায় ছেলে সহ মেয়েদেরও। রবিবার রাতে এ রকমই একটি আসর বসেছিল হেরিটেজ পার্কের সামনে। টি আর ০১ বি ইউ ০৩৭৫ নাম্বারের একটি গাড়িতে তিন যুবক ও এক যুবতী মিলে চলছিল মধ্যপানের আসর। ওই এলাকার কিছু লোক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ এসে তাদেরকে আটক করা হয়ে।

বৃষ্টি এলো

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সম্ভাবনা ছিলই। তা মেনে সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাত হলো। তবে, তাতে মন ভরল না আমজনতার। বস্তুত লাগাতার গরমে অতিষ্ঠ মানুষ প্রায় চাতক পাখির মত বৃষ্টির অপেক্ষায়। তাঁদের আশা রাতে ভারি বৃষ্টি হবে। তাতে কমতে পারে গরমের মাত্রা।সোমবার দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ছাড়াও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল আবহাওয়া দফতর থেকে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের দাবিতে বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর: দলমতনির্বিশেষে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের দাবিতে বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি সিপিআইএম এক মিছিল সংঘটিত করে।সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে সোমবার দুপুর বারোটায় মিছিল সংঘটিত হয়ে বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর হয় সভা। এক নং টিলাতে সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সভা।এই দিনের সভাতে আলোচনা করেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, তপশিলি জাতি মোর্চা রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুধন দাস ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতা তথা বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা ত্রিপুরার বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি পরিবারকে সরকার যাতে অতি দ্রুততার সাথে সাহায্য প্রদান করে দল মতের উর্ধে থেকে, পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন।এছাড়া বিধায়ক অশোক মিত্র, কৃষক সভার নেতা বাবুল দেবনাথ, রিপু সাহা,মধুসূদন দত্ত, নারী নেত্রী অনিন্দিতা সাহা সহ বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের নেতা কর্মী সমর্থকগন।

টমটম চালকদের উপর হামলার প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর:কমান্ডার চালকদের দাদাগিরির প্রতিবাদে শান্তিপাড়ায় পথ অবরোধ করলেন টমটম চালক ও স্থানীয়রা। লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কমান্ডার গাড়ির অবৈধ পার্কিং এবং এই পার্কিংয়ের জেরে হয়রানির শিকার ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণ। প্রতিবাদ করলে কমান্ডার চালকরা স্থানীয় ব্যবসায়ী পিনাকী ঠাকুরতা সহ টমটম চালকদের মারধর করে অমিত মোদক,জয়রাম দেবের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী।

এরই প্রতিবাদে কমান্ডার চালকদের দাদাগিরির বিরুদ্ধে আজ শান্তিপাড়া এলাকায় টমটম চালক, সেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণ আগরতলা খোয়াই ১০৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ঘটনায় আক্রান্ত ব্যবসায়ী পিনাকী ঠাকুরতা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত জানান। তিনি অভিযোগ করেন এই বিষয়ে দুই বছর যাবত একাধিকবার লেফুঙ্গা থানায় জানানো হলেও থানা কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও মোহনপুর সব্যসাচী দেবনাথ সহ লেফুঙ্গা থানার পুলিশ। এসডিপিও মোহনপুর সব্যসাচী দেবনাথের প্রতিশ্রুতি ক্রমে ১০৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়।

বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে

আন্তর্জাতিক স্তরে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কেন্দ্রের ঃ প্রদ্যোত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ সরকার চাকমা, হিন্দু সহ বিভিন্ন জনজাতি অংশের মানুষদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এই উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত সরকারের কড়া জবাব দেওয়া উচিত। জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে সরকারের একাংশ নেতৃত্বরা চুপ রয়েছেন। কিন্তু আমি চুপ থাকব না। সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সুর চড়ালেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি ত্রিপুরায় কায়েম করা চলবে না। ত্রিপুরাকে বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান বানালে চলবে না। তাই এরই বিরুদ্ধে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ত্রিপুরা সাব্রুমে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিপরা মথার নেতৃত্ব, কর্মী সমর্থকরা রেলি বের করবে।

এদিন শ্রী দেববর্মন বলেন, কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকার ও তিপ্রা মথার মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই যৌথ কমিটির সদস্যরা ছিলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপদেষ্টা এ কে মিশ্রা, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ, দলের সভাপতি বিজয় রাঙ্খল, ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব, উপজাতি কল্যাণ বিভাগের সচিব সহ অন্যান্যরা।

এদিন তিনি বলনে,ওই বৈঠকে সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিপ্রাসা জনগণের সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রতি দুই মাস অন্তর বৈঠকের আয়োজন করা হবে। আগামী বৈঠক নভেম্বরে হবে। ওই বৈঠকে ১০৩২৩ চাকুরী নিয়ে, এনএলএফটি ও এটিটিএফ — এর সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

তাঁর কথায়, উগ্রপন্থীদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্র সরকার এনএলএফটি ও এটিটিএফ — এর সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে। পাশাপাশি তাদের ২৫০কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কিন্তু যারা উগ্রপন্থি হিংসার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছ থেকে আর্থিক প্যাকেজ প্রদান করা উচিত।

এদিন তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি সহ তার আশপাশের এলাকায় চাকমা, হিন্দু সহ বিভিন্ন জনজাতি অংশের মানুষনজন ও তাদের বাড়ি ঘরের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চলছে। বহু পরিবার ঘরছাড়া। এই ঘটনা পূর্বকল্পিত ঘটনা। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এমনভাবে আর কতদিন চলবে। এর বিরদ্ধে সবাই একত্র হয়ে আওয়াজ না তুললে এই আক্রমনের ধারাবিকতা বজায় থাকবে।

এদিন তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সরকার চাকমা, হিন্দু , বুদ্বিস্ট, সহ বিভিন্ন জনজাতি অংশের মানুষদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এই উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক স্তরে কড়া জবাব দেওয়া উচিত। জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে সরকারের একাংশ নেতৃত্বরা চুপ রয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের ধর্মনগর শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সোমবার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে তাদের নতুন শোরুম-এর উদ্বোধন করেন। আজকের এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে গত শুক্রবার মাঙ্গলিক পূজোর আয়োজন করা হয়েছিল যাতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে সামনের যাত্রা সুন্দর হয়।

আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন শোরুমের উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত থেকে তাঁদের আশীর্বাদ দেন আগরতলার বিবেকনগরের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারি স্বামী শুভকরানন্দজী মহারাজ, বাংলাদেশের যশোরের রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দজী মহারাজ ও কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী গিরিজানন্দজী মহারাজ। উত্তর ত্রিপুরার সচেতন মানুষের জন্য উন্নতমানের গয়নার চাহিদা মেটাতে ধর্মনগরে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার জন্য এদিন উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস.সি দাস। তাঁদের মতে, "শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তাদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে সবসময় সামাজিক দায়বদ্ধতার

প্রতি অবদান রেখে চলেছে।"ত্রিপুরার আগরতলা, উদয়পুর ও কলকাতার গড়িয়াহাট, বেহালা এবং বারাসাতের পরে ধর্মনগর শোরুমটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ষষ্ঠ শোরুম। এই উপলক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১৭ দিনের জন্য ধর্মনগর শাখা শোরুমে এক উদ্বোধনী অফারের আয়োজন করেছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। একইসঙ্গে সংস্থা উদযাপন করবে তাদের ২২তম শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভারের ।তাই গ্রাহকদের জন্য উপহারের ডালি নিয়ে এসেছে এই প্রতিষ্ঠান। সোনার গয়নার কেনাকাটায় প্রতি গ্রামে ৩৫০ টাকা ছাড় ।হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে ৭৫ ছাড় ।গ্রহরত্নের দামের ওপর ১৫ ছাড় ।প্রতিটি কেনাকাটার সঙ্গে নিশ্চিত উপহার ।প্রতিদিন লাকি ড্র ।সোনার কয়েন পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ।মেগা ড্রতে ৩টি স্কুটি জেতার সুযোগ ।(শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার ও চমকভরা ধনতেরাসের সম্মিলিত ড্র থেকে বিজয়ীদের বাছাই করা হবে) অন্যান্য সমস্ত নিয়মিত সুবিধা এবং পরিষেবা - যেমন সোনায় সোহাগা" (সোনা ও ডায়মন্ড জুয়েলারি কেনার জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম), ওল্ড গোল্ড এক্সভেঞ্জ স্কিম (১০০ ফেরত মূল্য যেকোনো হলমার্ক যক্ত সোনার গয়নায়), সোনা এবং রুপোর মুদ্রা ইত্যাদিও পাওয়া যাবে। 'আমাদের গয়নার সম্ভারের যে চাহিদা উত্তর ত্রিপুরার গ্রাহক বন্ধুদের মধ্যে রয়েছে ধর্মনগরের নতুন শোরুম এর প্রতিষ্ঠা তাদের প্রতি উৎসর্গকৃত।' বলেছেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর কর্ণধার রূপক সাহা। 'এই উপলক্ষে আমরা সবাইকে ধর্মনগর-এর নতুন শোরুমে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর এক সুযোগ পেয়েছি - যাতে এই উৎসবের মরসুমে তো অবশ্যই, সারা বছর ধরে ঝলমলে ও সুন্দর গয়না তাঁরা পেতে পারেন।' বলেন, অর্পিতা সাহা, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর আরেক কর্ণধার। এই নতুন শোরুমটি উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে ডিএনভি রোডে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পাশেই গড়ে উঠেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।